রাঁচি, বুধবার

19:07:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>275 >>02 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৫ >> << ০২রা, শ্রাবণ ১৪৩০>>

দক্ষিণ ইউরোপে দাবদাহ, সতর্ক থাকার আহবান

মিলান ঃ ইতালির স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা তাপ সতর্কতা আরও বাড়িয়েছেন। কারণ সোমবার দক্ষিণ ইউরোপে তীব্র গরম একটি সপ্তাহ শুরু হয়। পর্যটকের চাপে থাকা ওই মহাদেশে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। সার্বেরাস নামের একটি উচ্চচাপসম্পন্ন অ্যান্টি সাইক্লোনের কারণে এই হিট ওয়েভ দেখা দেয়। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, সার্বেরাস বহু মাথাওয়ালা একটি কুকুর যেটি গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দরোজা রক্ষা করে। রোমের কিছু অংশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা গিয়েছিল। কারণ এয়ার কন্ডিশনের ব্যাপক চাহিদার কারণে বৈদ্যুতিক গ্রিডগুলোতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ছিল না। লোকজন গরম থেকে বাঁচতে এয়ার কন্ডিশন বেশি ব্যবহার করছিল। ইতালির খামার লবি কোল্ডিরেটি ইতিমধ্যে গৃহপালিত পশু এবং খামারের পশুদের দুর্দশার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। তারা উল্লেখ করেছে, গরমের ফলে গাভীগুলো প্রায় ১০ শতাংশ কম দুগ্ধ উৎপাদন করছে। অন্যদিকে স্পেনে লা পালমার ক্যানারি দ্বীপে শনিবার থেকে শুরু হওয়া একটি দাবানল সোমবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তবে কর্তৃপক্ষ বলেছে, দুর্বল বাতাস এবং এই অঞ্চলের তাপমাত্রা দমকল কর্মীদেরকে এটি মোকাবিলায় সহায়তা করছে। আগুনে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ হেক্টর (১১ হাজার ৩০০ একর) জমি এবং প্রায় ২০টি বাড়ি ও ভবন পুড়ে গেছে।

বাজার দর

SENSEX : 66795.14 +205.21
NIFTY : 19749.25 +37.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.13 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

উত্তরাখণ্ডে বাড়ছে বিপদ, ফুঁসছে গঙ্গা, বন্ধ জাতীয় সড়ক, রাজ্যজুড়ে জারি সতর্কতা

উত্তরাখণ্ড ঃ প্রবল বৃষ্টি ও তার জেরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত সমগ্র উত্তর ভারত। হিমাচল প্রদেশের পরে এবার বানভাসি উত্তরাখণ্ড। তুমুল বৃষ্টিতে জলমগ্ন সেই রাজ্যের অন্তত ১৩টি জেলা। অতিবৃষ্টিতে গঙ্গার জলস্তর বেড়ে গেছে। ভারতের মৌসম ভবন জানিয়েছে, গঙ্গার জল বিপদসীমা ছাড়িয়েছে। উপকূলবর্তী শহরগুলোতে জল ঢুকছে তীব্র বেগে। আগামী কয়েকদিনও অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দেবপ্রয়াগে গঙ্গা নদী বিপদসীমা পার করেছে। হরিদ্বারেও গঙ্গার জল বিপদসীমা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। অলকানন্দা নদীর উপরে তৈরি বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণে জলস্তর বেড়ে গেছে। মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিন উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। অতিবৃষ্টি ও ধসের কারণে আবার বন্ধ রাখা হয়েছে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার ছিঁকাও এলাকায় সাত নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছে। ক'দিন আগেও ধসের কারণে বদ্রীনাথ যাওয়ার রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু আবার ধসের কারণে থমকে গেল গাড়ি চলাচল। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত পুরো উত্তরাখণ্ড। বিভিন্ন এলাকায় ধস নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের ৪২টি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে ২৮৪ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)। রবিবারও উত্তরাখণ্ডে পরপর বিভিন্ন এলাকায় ধস নামে। ধরচুলার কাছে বলওয়াকত-ধরচুলা রাস্তা ধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। একই কারণে কিছুদিন আগে যমুনোত্রী মহাসড়কও (১২৩ নম্বর) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বৃষ্টি ও ধসের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যা বাড়াচ্ছে, পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন আগে হিমাচলপ্রদেশেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বৃষ্টির কারণে মাণ্ডি থেকে কুলু যাওয়ার জাতীয় সড়কে ধস নামে। ১৫ কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে যানজট তৈরি হয়। তাতে আটকে পড়েন প্রায় ২০০ জন। বেশিরভাগই পর্যটক ছিলেন। চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন তাঁরা।

জাপান সাগরে চীন ও রাশিয়ার যৌথ নৌ ও বিমান মহড়া

বেইজিং ঃ চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী একটি চীনা নৌ ফ্লোটিলা রবিবার জাপান সাগরে রাশিয়ার নৌ ও বিমান বাহিনীর সাথে যোগ দিতে রওনা হয়েছেকৌশলগত জলপথের নিরাপত্তা রক্ষা করার লক্ষ্যে এক মহড়ায়। নর্দানইন্টার‍্যাকশন২০২৩ কোডনামযুক্ত এই মহড়া ইউক্রেনে মস্কোর আগ্রাসনের পর থেকে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে সামরিক যোগাযোগ পুনরায় চালু করার যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানকে বেইজিং প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছে।

পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ এবং চারটি হেলিকপ্টার নিয়ে গঠিত চীনা ফ্লোটিলা পূর্বদিকের কিংডাওর বন্দর থেকে রওনা হয়ে একটি পূর্ব নির্ধারিত এলাকায় রুশ বাহিনীর সাথে মিলিত হবে। রবিবার মন্ত্রণালয় তাদের সরকারি উইচ্যাট অ্যাকাউন্টে এমনটাই জানিয়েছে। শনিবার, মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে জাপান সাগরে অনুষ্ঠিত হতে চলা মহড়ায় রাশিয়ার নৌ ও বিমান বাহিনী অংশ নেবে। সরকারি সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস সামরিক পর্যবেক্ষকদের উদ্ধৃত করে বলেছে, এই প্রথমবারের মতো রাশিয়ার উভয় বাহিনী মহড়ায় অংশ নেবে।

গ্রোমিকি ও সোভারশেনি নামে দুটি রুশ যুদ্ধজাহাজ জাপান সাগরের মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। তারা এই মাসের শুরুর দিকে সাংহাইয়ে চীনা নৌবাহিনীর সাথে ফর্মেশন, যোগাযোগ এবং সামুদ্রিক উদ্ধার বিষয়ে পৃথক প্রশিক্ষণ নিয়েছে।চ সাংহাইয়ে থামার আগে একই জাহাজ তাইওয়ান এবং জাপানের পাশ দিয়ে যাত্রা করেছিল। তাইপেই ও টোকিও উভয়ই রুশ যুদ্ধজাহাজগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে।

ইউরোপে বাড়ির দাম কম, ক্রেতাও কম

লন্ডন ঃ ইউরোপে বাড়ির দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। বিশেষ করে জার্মানি এবং ব্রিটেনে এমন হারে কমেছে যা অনেক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অথচ কম দামেও বাড়ি কিনছে খুব কম মানুষ। ইইউর দেয়া পরিসংখ্যানেই রয়েছে এমন তথ্য। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপের প্রায় সব দেশে বাড়ির দাম শুধু বেড়েছে। ২০১৫ সালের পর থেকে সাত বছর একবারও বৃদ্ধির এই ধারায় ছেদ পড়েনি। এমনকি করোনা মহামারির সময়েও বাড়ির ক্রেতা কমেনি, দামও কমেনি। কিন্তু ২০২২ সাল থেকে শুরু হয়েছে উল্টো ধারা। সে বছর জার্মানিতে বাড়ির দাম কমেছে ৬.৮, বাড়ির মূল্যের রেকর্ড প্রকাশ শুরুর পর থেকে যা সর্বোচ্চ। এই হারে বাড়ির দাম কমার জন্য মূলত তিনটি বিষয়কে দায়ী মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা মূদ্রাস্ফীতি, সুদের হার বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। অথচ এই তিন 'সমস্যা' একসঙ্গে জনজীবনে নেমে আসার আগ পর্যন্ত ইউরোপে বাড়ির দাম সব সময়ই বেড়েছে। ২০১৫ সালের মার্চ থেকে ২০২২-এর জুন পর্যন্ত তাই বাড়িঘরের দাম সব মিলিয়ে মোট ৪৩ দাম বেড়েছে। ইইউর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, করোনা মহামারির সময়, অর্থাৎ ২০২০ এবং ২০২১ সালে আগের পাঁচ বছরের চেয়েও বেশি দ্রুত বেড়েছে বাড়ির দাম। কিন্তু ২০২২ সালে হঠাৎ করেই বাড়ির দাম কমতে থাকে। গত সপ্তাহে ইইউ যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, টানা ৩০ 'কোয়ার্টার' দাম বৃদ্ধির পর ২০২২ সালের জুলাই মাসে যে বাড়িমূল্যে ভাটার টান লেগেছিল ডিসেম্বর পর্যন্ত তা একবারের জন্যও থামেনি। বাড়ির দাম কমলেও বিক্রি বাড়ছে না। কারণ, মূদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা গেছে কমে। তাই বাড়ি কেনার সাধ থাকলেও সাধ্য হচ্ছে না। যারা কিনতে চাইছেন, ব্যাংকে সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় তারাও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থায় নতুন বাড়ি নির্মাণও কমছে। ব্রিটেনেও দ্রুত কমছে বাড়ির দাম। সেখানে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে বাড়ির দাম ২.৬ শতাংশ কমেছে।

জি২০ আর্থিক বৈঠকের এজেন্ডায় ঋণ সংকটে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলি

নিউ ইয়র্ক ঃ ২০টি দেশের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান সোমবার পশ্চিম ভারতীয় শহর গান্ধীনগরে এক বৈঠকে আলোচনায় বসেন যে কীভাবে একটি বিপর্যস্ত বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং ঋণের সংকটে জর্জরিত দেশগুলিকে সাহায্য করা যায়। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন যে এই গোষ্ঠীর দায়িত্ব রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিকে শক্তিশালী, টেকসই, ভারসাম্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির দিকে চালিত করার। এই বছর জি২০-এর সভাপতিত্ব করা ভারত এই বৈঠকের আয়োজক। সীতারামন বলেন, প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল, অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ঋণ পুনর্গঠনের বিষয়ে ঐকমত্যের সুবিধা দেওয়া। বৈঠকে শ্রীলঙ্কা এবং ঘানার জন্য একটি ঋণ পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে। গত বছর এই দেশগুলি ঋণখেলাপি হয়েছিল।

কোভিড-১৯-জনিত অতিমারী এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ কিছু নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশকে ঋণের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ধীরগতিতে ঠেলে দিয়েছে। খাদ্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার ফলে বৈশ্বিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন বলেন, সমস্ত নিম্ন আয়ের দেশগুলির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ঋণ-দুর্দশায় জর্জরিত বা এর কাছাকাছি। ২০১৫ সালের চেয়ে এই সংখ্যা দ্বিগুণ। জি২০ বৈঠকের ফাঁকে ইয়েলেন বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করার জন্য আমাদের কাজের অংশ হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন এবং মহামারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে বিশ্ব জি২০ র দিকে তাকিয়ে আছে। জি২০ বৈঠক শুরু হওয়ার আগে ইয়েলেন ও তার ভারতীয় সমকক্ষ সীতারামন, ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত দিয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

সহিংসতা

সিপিএমের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র লড়াই সত্ত্বেও ২০০৪ সালে মনমোহন সিং সরকারকে বামেরা সমর্থন করেছিল

বিরোধী জোটে পাশাপাশি, লড়াইয়ের বার্তা পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা ঃ পঞ্চায়েত ভোটে সহিংসতার মধ্যেই এক মঞ্চে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেরা। এই সহাবস্থানকে কটাক্ষ করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে সোম ও মঙ্গলবার বিজেপি বিরোধী জোটের বৈঠক বসেছে। সোমবারের প্রস্তুতি বৈঠকে কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধীর পাশে বসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই ফ্রেমে তাদের সঙ্গে দেখা গেছে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। এ নিয়ে বিরোধী শিবিরকে কটাক্ষ করছে বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই শিবিরকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' ও 'পরিবারতান্ত্রিক' দলগুলির জোট বলে আক্রমণ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সহিংসতার প্রশ্ন। মোদীর বক্তব্য, বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হলেও দলের নেতৃত্ব নীরব রয়েছেন। তারাই কর্মীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এই সুরেই কথা বলছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। 'আক্রান্ত' বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে রাজ্য সফরে এসেছিল কেন্দ্রীয় দল। এই দলের প্রধান, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরে টুইট করেন, শুধু বিজেপি নয় বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা তৃণমূলের সন্ত্রাসে খুন হয়েছেন। অথচ সীতারাম ইয়েচুরি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব এ নিয়ে নীরব। যদিও ইয়েচুরি সোমবার বেঙ্গালুরুর বৈঠকের আগেই স্পষ্ট করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে তারা কোনো জোট বা আসন সমঝোতা করবেন না। বরং কংগ্রেস ও বামেরা একজোট হয়ে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার সরাসরি বাম ও কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, নিচুতলায় যে বাম, কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। যদি তাতে আপত্তি থাকে, তা হলে আলাদা ফ্রন্ট করে লড়াইকে শক্তিশালী করুন।

তৃণমূল একে 'প্যানিক' প্রতিক্রিয়া বলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিরোধী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের মণিপুরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। অথচ এই সময়ে একের পর এক দেশে সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আসলে বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত হতে দেখে ভয় পাচ্ছেন তিনি। বিরোধীরা সকলেই একসঙ্গে রয়েছে। ২০২১ সালে বাম ও কংগ্রেসকে মুছে বিধানসভায় বিজেপি হয়ে উঠেছিল প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু গত দু'বছরে একের পর এক ভোটের লড়াইয়ে বিজেপির শক্তিক্ষয় হয়েছে। বিধানসভায় পাওয়া ৩৮ শতাংশ ভোট পঞ্চায়েতে কমে হয়েছে ২২ শতাংশ।

বাম-কংগ্রেস মিলিতভাবে বিজেপির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী জোটের বৈঠককে তুলে ধরে গেরুয়া শিবির তৃণমূল বিরোধী ভোট নিজেদের দিকে ফেরাতে চাইছে। তাই শুভেন্দু 'দিল্লিতে দোস্তি, বাংলায় কুস্তি'র তত্ত্ব খাড়া করছেন।

বিজেপির এই প্রচার যাতে নিচুতলার কর্মীদের প্রভাবিত করতে না পারে, তা নিয়ে সতর্ক এ রাজ্যের বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, বেঙ্গালুরুতে যা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাংলার রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি করতে। বিজেপিকে এতো চিন্তা করতে হবে না। বাম ও কংগ্রেস বরাবর 'দিদি-মোদী সেটিং'-এর তত্ত্ব সামনে রেখেছে। বিজেপি পাল্টা পাটনা ও বেঙ্গালুরু বৈঠকের উদাহরণ দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় নেতারা বৈঠক করলেও রাজ্যের বাম ও কংগ্রেস নেতারা তৃণমূলকে বিজেপি বিরোধী বলে মনে করছেন না।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমরা অনেক আগে থেকেই বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার চেষ্টা করছি। তৃণমূল আগে আসেনি, ইতস্তত করেছে। ওরা যে বিজেপির পাশেই আছে, এটা ধরা পড়ে যায়। তাই এখন ক্যামোফ্লেজ করতে বিরোধী বৈঠকে অংশ নিচ্ছে।

কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, সিপিএমের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র লড়াই সত্ত্বেও ২০০৪ সালে মনমোহন সিং সরকারকে বামেরা সমর্থন করেছিল। জাতীয় রাজনীতিতে কী হবে, তার সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির সম্পর্ক নেই। এখানে আমরা কাদের সঙ্গে জোট করব, সেটা রাজ্যের নেতারা ঠিক করবেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করবেন না।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

এ বছরই শতবর্ষে পদার্পণ করছে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন হাইস্কুল

কোচবিহার ঃএ বছরই শতবর্ষে পদার্পণ করছে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন হাই স্কুল। ১৯২৪ সালে মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্কুল তৈরি হয়। আগামী পয়লা আগস্ট থেকে বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে, সেদিন সকালে শোভাযাত্রায় পা মেলাবেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র শিক্ষক ও কর্মীদের পাশাপাশি অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী। আজ কোচবিহার প্রেস ক্লাবে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়, সেখানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী কোচবিহারের আপামর জনসাধারণকে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পদার্পণ অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পয়লা আগস্ট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে শোভাযাত্রার পাশাপাশি সারা বছরব্যাপী থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান খেলাধুলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বৃক্ষরোপণ রক্তদান সহ একাধিক কর্মসূচি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের জন্য কাজ করেন, তাই জনগণ তাকে আবারও উন্মুক্ত হৃদয়ে স্বাগত জানিয়েছে ঃ পাপিয়া ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃনির্বাচনে কোনো ছাপ্পা ভোট হয় নি, মানুষ স্বইচ্ছায় ভোট দিয়েছে, শিলিগুড়িতে বললেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ

নির্বাচনে কোনো ছাপ্পা ভোট হয় নি, মানুষ স্বইচ্ছায় ভোট দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কাজ করেন তার জন্যই এই ফলাফল। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনি বললেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি বলেন, কয়েকদিন ধরে টিভিতে দেখা যাচ্ছে ছাপ্পা ভোটের কথা উঠছে। কোথাও কোনো ছাপ্পা ভোট হয় নি। মানুষ নিজের ইচ্ছায় ভোট দিয়েছে।

বক্সে থাকা ব্যালট গননার পর আঁতকে উঠলেন প্রার্থী। রি পোলিংয়ের দাবী তুলে দারস্থ হলেন কমিশনে

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ী ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের ১৭১৩৭ নং বুথের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন কল্যানী রায়। ভোটের দিন এলাকায় মোটের উপর শান্তিতেই ভোট হয়েছিল

ভোট শেষ হবার পর কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের ব্যালট পেপার একাউন্ট দেওয়া হয়। সেই একাউন্ট অনুযায়ী দেখা যায় গ্রামপঞ্চায়েত আসনে ওই দিন মোট ৯৭৪ টি ব্যালট পেপার ব্যাবহার করা হয়েছে। কমিশনের হিসাবের সাথে বিজেপির পোলিং এজেন্টের হিসাব মিলে যাওয়ায় ব্যালট পেপার একাউন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন প্রার্থী কল্যানী রায় মঙ্গলবার গননার সময় কাউন্টিং সেন্টারে হাজির হন বিজেপির কাউন্টিং এজেন্ট। এরপর গননা হয়। গননা শেষে জানিয়ে দেওয়া হয় তৃনমূল প্রার্থী পেয়েছে ৪৯১ টি ভোট।বিজেপি পেয়েছে ৪০৫ টি ভোট,কংগ্রেস পেয়েছে ৪০ টি ভোট,বাতিল হয়েছে ১২৪ টি ভোট

এরপর প্রাপ্ত ভোট গুনতে গিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় বিজেপি পোলিং এজেন্টের। যোগফলে দেখা ১০৬০ টি ব্যালট ব্যাবহার হয়েছে। যা সেদিনের দেওয়া ব্যালট পেপার একাউন্টের থেকে ৮৬ টি ব্যালট পেপার বেশি।এরপর ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলে কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি প্রার্থী

বিজেপি প্রার্থী কল্যানী রায় বলেন আমাদের সেইদিন সরকারি ভাবে যেই হিসাব দেওয়া হয়েছিল সেই হিসাবের সাথে আজকের হিসাব মেলেনি। ৮৬ টি বেশি ব্যালট পাওয়া গেছে ব্যালট বক্সে। আমাদের দাবী তৃনমূলকে জেতানোর জন্য ভোট শেষের পর কোনও ভাবে বক্সে বেশি ব্যালট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে

কল্যানী রায়ের আইনজীবী সুপ্রীতম নাগ বলেন এই ঘটনা আবার প্রমান করলো এই এখানেও ছাপ্পা হয়েছে। কিন্তু এরা হিসাব মেলাতে পারেনি। তাই ৮৬ টি ব্যলট বেশি ব্যাবহার করে ফেলেছে। তাই আমাদের দাবী এই আসনে রি পোলিং করতে হবে। এই দাবীতে আমরা কমিশনের দারস্থ হলাম

বিজেপির দাবী উড়িয়ে দিয়েছেন তৃনমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। আমদেরও অনেক কয়টি অভিযোগ রয়েছে। যা আমরা লিখিত ভাবে জানিয়েছি। যদি বিজেপি ফল দেখে সন্তুষ্ট না হয় তবে লিখিত অভিযোগ করুক

মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন দখল করল তৃণমূল। ৬টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। বাকি ৪টি আসন পেয়েছে বিজেপি

মালদা ঃ এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচনে বিরোধী দল বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএমকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল শাসকদল তৃণমূল। মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন দখল করল তৃণমূল। ৬টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। বাকি ৪টি আসন পেয়েছে বিজেপি। বুধবার সকালে সম্পন্ন হয় মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল। আর জেলা পরিষদের ফলাফল ঘোষণা হতেই এখন থেকেই সভাধিপতি কি হবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে জোর আলোচনা।

যেহেতু এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনটি মহিলা তপশিলি জাতিসংরক্ষিত । সুতরাং জেলা পরিষদের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই সভাধিপতি হিসেবে নাম উঠে আসছে ইংরেজবাজারের ৩৩ নম্বর মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের বিজয় প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের। এছাড়াও সভাধিপতি দৌড়ে রয়েছে চাচোলের ২৪ নম্বর আসনের মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী মঙ্গলি চৌধুরী এবং মানিকচকের ২৮ নম্বর আসনের তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী কবিতা মন্ডলের।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির মনোনীত প্রার্থী ২৪ নম্বর আসনের লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং তিনি তপশিলি জাতিভুক্ত। সুতরাং তৃণমূলের ইংরেজবাজারের ওই বিজয় প্রার্থী এখন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দৌড়েই অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। এখন শুধু মালদা জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে দলীয় নেতৃত্ব। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, মালদা জেলা পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দখল করেছে তৃণমূল। ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন পেয়েছে তৃণমূল। যেহেতু এবারে মহিলা সংরক্ষিত তপশিলি জাতির সভাধিপতির পদটি রয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েকজন মহিলা তৃণমূল প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিষয়টি ঠিক করবে রাজ্য নেতৃত্ব। আমরা বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা ইতিমধ্যে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সারারাত ধরে জেলা পরিষদ আসনের গণনা হয় জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে।জেলার মোট জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৪৩ ইংরেজবাজার ব্লকের তিনটি আসনসহ মোট ৩৩ টি আসন দখল করেছে তৃণমূল। ৬টি আসন দখল করেছে কংগ্রেস এবং ৪টি আসন দখল করেছে বিজেপি।

এর পাশাপাশি বহু পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল। রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও তৃণমূলের জয়জয়কার। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে প্রতিটি ব্লকের গণনা কেন্দ্রে শুরু হয় গণনা প্রক্রিয়া। প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের গণনা, এরপর পঞ্চায়েত সমিতির গণনা এবং সবশেষে গণনা শুরু হয় জেলা পরিষদ আসনের। ব্যালট গোনা হয় সারা রাত ধরে। প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে মোতায়ন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। গণনা কেন্দ্রে কোনোরকম অশান্তির খবর পাওয়া যায় নি। তবে জেলা পরিষদ আসনের ফলাফল ঘোষণা করতে বুধবার সকাল হয়ে যায়।

বুধবার সকালে জেলা পরিষদের জয়ী প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন ইংরেজবাজার ব্লকের বিডিও সৌগত চৌধুরী। জেলা পরিষদের তৃণমূল প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার করে জনসমর্থন পেয়েছেন তাঁরা। আগামী দিনে মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপির বিজয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র না দেওয়ায় রাস্তা অবরোধ করলেন সাংসদ, বিধায়করা

মালদা ঃউইনিং প্রার্থীদের সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ ও ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ উত্তর মালদা এমপি,বিধায়ক সহ বিজেপি কর্মীরা , তৃণমূলের দালাল চোর বিডিও স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

উত্তর মালদা সংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের দিপালী বলা এবং ৪ নং আসনের সোনালী টুডু ৫ নং আসনের তারাশঙ্কর রায় এই বিজেপি প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল বেলা হবিবপুর ব্লকের মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে এবং পথ অবরোধ উঠিয়ে দেয় এবং পরে বুলবুলচন্ডী স্কুল হাই স্কুল ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কিরেন বিজেপি কর্মীরা এরপরে মালদা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের দিপালী বলা এবং ৫ নং আসনের তারাশঙ্কর রায় কে উইনিং সার্টিফিকেট তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং মালদা ৪ নং আসনের সোনালী টুডুকে উইনিং সার্টিফিকেট না দেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে অবস্থান বিক্ষোভ ।

ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি গ্রামে রুটমার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানরা

মালদাঃ – ভোট পরবর্তী হিংসা এড়াতে তৎপর রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার সকালে ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি গ্রামে রুটমার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানরা। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানরদের নিয়ে সাতটারী এলাকার বিভিন্ন বুথ ও স্পর্শকাতর এলাকায় রুট মার্চ করেন মিক্কী ফাঁড়ি পুলিশের এ.এস.আই আরশেদ হোসেন। পাশাপাশি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানরা। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির ছবি দেখা দিয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। তাই এলাকায় কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই রুটমার্চ বলে পুলিশ সুত্রে খবর। যদিও ভোট পরবর্তী হিংসা এড়াতে পশ্চিমবঙ্গে আগামী আরও ১০ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে নির্বাচন কমিশন সুত্রে খবর।

মুনি চা বাগানে পাতা তোলার সময় বজপড়ে গুরুত্বর আহত হল তিন চা শ্রমিক

দার্জিলিং ঃ চা বাগানে পাতা তোলার সময় বজপড়ে গুরুত্বর আহত হল তিন চা শ্রমিক । ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাগডোগরা থানার অন্তর্গত মুনি চা বাগানে। আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই গোটা দার্জিলিং জেলা জুড়ে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাত হয়।

তৃনমূলে যোগদান হলো না নির্দল জয়ীর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের জয়ী নির্দল প্রার্থী শেখ জামসেদ আলি । তৃনমূলে যোগদান করার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার সিউড়ি শহর তৃণমূল কার্যালয়ে এসে বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটি আহ্বায়ক তথা সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে কিন্তু খালি হাতে ফিরে যেতে হয় জামশেদকে । তৃনমূলের পতাকা হাতে নিয়ে বাড়ী ফেরে জামশেদ । জয়ী নির্দল শেখ জামশেদ আলি বলেন, তৃনমূলেই ছিলাম । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, কংগ্রেসে ছিল । নবজোয়ারে তৃনমূলে যোগদান করার কথা ছিল কিন্তু অভিষেক ব্যানাজী সময় দিতে না পারায় হয় নি । মানসিকভাবে তৃণমূল পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছে । পরিবারের সদস্য হিসাবে অধিকার দিয়ে দিয়েছি । একুশে জুলাইয়ের পর বড়ো আকারের যোগদান হবে তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ।

নগরী বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন

অভীক মিত্র ––নগরী - প্রশাসনের উদ্যোগে সিউড়ি একনং ব্লকের নগরী সুধাংশু বদনী শিক্ষানিকেতনে মঙ্গলবার বৃক্ষরোপন করা হয় । চারাগাছ লাগিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক বিধান রায় এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, একবছর ধরে গাছ লাগাবো । বছরের প্রত্যেক দিন গাছ লাগানো হলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবো । বৃক্ষরোপনের কোনো বিকল্প হয় না ।

একটানা বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন শিলিগুড়ির অশোক নগর

শিলিগুড়ি ঃবুধবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টি সমতল ও পাহাড়ে। লাগাতার বৃষ্টিতে ব্যাহত জনজীবন।উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাতেও বৃষ্টি।একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রায় হাঁটু সমান জল জমায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা। বেশকিছু বাড়িতেও জল ঢুকে পড়েছে।প্রত্যক বছরের মতো এবারেও এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষ।এলাকাবাসীদের অভিযোগ এই সমস্যা দীর্ঘদিনের, বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীরা এসেও এর কোনো সূরাহা দিতে পারেনি। শুধু ভোটের সময় এসেই আশ্বাস দিয়ে যান এলাকাবাসীদের, তবে ভোট মিটলেই দেখা মেলে না এলাকার কাউন্সিলর কিংবা নেতা নেত্রীদের। ক্ষোভ উগরে দিলেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।এক ঘন্টার তুমুল বৃষ্টিতেই কোমর জলে ডুবেছে অশোকনগর।

কোচবিহারে বোমা বিস্ফোরণে শিশু ও মহিলা সহ ৩ জন দগ্ধ

কোচবিহার ঃকোচবিহারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়, সহিংসতার শিকার এক মা এবং একটি শিশু রাস্তায় পুড়ে যায়।সাত সকালেই রক্তাক্ত কোচবিহারের দিনহাটা, রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বোমা ফেটে ঝলসে গেল পথ চলতি মা ও সন্তান, জখম আরও এক। গতকাল রাতে ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলা কালীন দুস্কৃতীরা এলো পাথারী বোমা ছুঁড়ে মারে। তার মধ্যেই না ফাটা একটি বোমা আজ সকালে আচমকা বিস্ফোরিত হয় আর তাতেই এই দুর্ঘটনা।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে সবুজ ঝড়

জলপাইগুড়ি ঃসবুজ ঝড়, বিরোধী শুন্য। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ , ৯ টি পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিলো তৃনমূল, জয়ী নতুন প্রজন্মের প্রার্থীরাও। মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে বুধবার সকাল সাড়ে আটটা বিধ্বস্থ চেহারা নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সদর বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার। বৃষ্টি ভেজা ফাঁকা গণনা কেন্দ্রের বসে রইলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। এভাবেই সমাপ্ত হলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পঞ্চায়েত ভোট গণনা। এবারেও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিজেদের দখলে রেখেছে তৃনমূল কংগ্রেস, তবে উঠে এসেছে নতুন প্রজন্মের নতুন মুখ, যার মধ্যে অন্যতম সদর ব্লকের জেলা পরিষদ আসনে জয়ী প্রনয়ীতা দাস। যিনি এবারেরই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাজনৈতীক ময়দানে, এর সঙ্গে রয়েছে জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল ও চা বলয়ে দীর্ঘ দিন ধরে রাজনীতি করে আশা এবং বর্তমানে তৃনমূল কংগ্রেস দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। জেলা পরিষদের ২৪ টি আসনেই জয়ী হয়েছে তৃনমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা। এরই সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার নয়টি পঞ্চায়েত সমিতিরও দখল নিজের হাতে রাখতে পেরেছে তৃনমূল কংগ্রেস দল। এর পাশাপাশি জেলার ৮০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এর মধ্যে এখন পর্যন্ত তৃনমূল এগিয়ে। সব মিলিয়ে জেলায় সবুজ ঝড়ে অনেক ফিকে হয়েছে গেরুয়া থেকে লালের ছটা।

‘পঞ্চায়েত ভোট সেমিফাইনাল ছিল, ফাইনাল হবে ২৪ এর লোকসভায়’ ঃ রাজীব ব্যানার্জি

শিলিগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত ভোট ছিল সেমিফাইনাল,ফাইনাল হবে ২০২৪ এর লোকসভা ভোট,আর লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হবে একসময় তৃণমূলের ঘর ছিল এই উত্তরবঙ্গ,সেই উত্তরবঙ্গে আবার তৃণমূলের বিজয় পতাকা উড়বে, বললেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। এদিন তিনি শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানান।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্বরা।

নির্বাচনের পরও ইসলামপুরে সহিংসতা থামেনি, গুলিতে একজন আহত

উত্তর দিনাজপুর ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ইসলামপুরে। হামিদুল রহমানের লোকজনের উপর হামলা, চলল গুলি। ছোররা গুলিতে জখম এক। হামলার অভিযোগ উঠল জাকির পন্থীর লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ইসলামপুর ব্লকের কালুবস্তি এলাকার। জানা গিয়েছে ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত জাকির পন্থীর লোকজন জয় হয়। জয়ের পর আচমকা হামলা ও গুলি চালায় জাকির পন্থীর লোকজন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় হামিদুল রহমানের পন্থীর এক ব্যক্তির ছোররা গুলিতে জখম হয়। জখম ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দীর্ঘ বেশ কয়েকদিন ধরে বিকল ডিজিটাল এক্সরে মেশিন,সমস্যায় রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনরা

জলপাইগুড়ি ঃমিটেছে পঞ্চায়েত ভোট তবে মিটলো না জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডিজিট্যাল এক্সরে করার সমস্যা! কর্তৃপক্ষ নাম মোবাইল নম্বর লিখে রেখে দিচ্ছেন। মেশিন ঠিক হলেই রোগীদের ফোন করে ডেকে নেওয়া হবে। এখন ফোনের অপেক্ষায় রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনরা। কবে এই অসহায় মানুষ গুলো হাসপাতালের তরফে ফোন পান সেটাই এখন দেখার বিষয়।এই দুরাবস্থা প্রসঙ্গে এক্সরে বিভাগের কর্মী জানান, অনেক দিন থেকেই খারাপ মেশিন ওপর মহলকেও জানানো হয়েছে।এদিকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কায়েত পাড়া থেকে এক্সরে করাতে আসা গৌরী রায় সহ অনেকে এসেই জানতে পারেন মেশিন খারাপ, ফোন নম্বর দিয়ে এখন অপেক্ষা কবে মেশিন ঠিক হবে।ঘটনায় অ্যাডিশনাল মেডিকেল সুপার এনটেনডেন্ট ডাক্তার সুরজিৎ সেন জানান, ডিজিটাল এক্সরে মেশিনের সমস্যা চলছে। ইঞ্জিনিয়ারদের খবর দেওয়া হয়েছে খুব শীঘ্রই সারানোর কাজ শুরু হওয়ার পাশাপাশি পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।

বিধায়ক কে মারধরের অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল তৃণমূল কংগ্রেস

উত্তর দিনাজপুর ঃচোপড়ার বিধায়ক কে মারধর করার অভিযোগে,চোপড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হলো তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতৃত্বরা জানান ইসলামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনা চলাকালীন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান খবর পান তার কন্যা নির্দল প্রার্থী আরজুনা বেগমের কাউন্টিং এজেন্টদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছেন না পুলিশ, সেই সময় তিনি ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী তাকে ব্যাপক মারধর করে।প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থল থেকে বিধায়ক কে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে চিকিৎসকরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের পরিবার বিধায়ককে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

উত্তর দিনাজপুরে চলন্ত ট্রাক ও প্রাইভেট বাসের সংঘর্ষে আহত ১০ থেকে ১২ জন যাত্রী

উত্তর দিনাজপুর ঃচলন্ত অবস্থায় লরির পিছনে বেসরকারি বাসের ধাক্কায় জখম ১০ থেকে ১২ জন যাত্রী। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে শিলিগুড়ির দিক থেকে একটি বেসরকারি বাস রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। গোয়ালপোখর থানার নয়াহাট এলাকায় চলন্ত অবস্থায় একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে জখম হয় বাসে থাকা ১০ থেকে ১২ জন যাত্রী। তরিঘরি স্হানীয় জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপি পক্ষ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ পদের প্রার্থী হলেন অনন্ত মহারাজ

কোচবিহার ঃবিজেপি পক্ষ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ পদের প্রার্থী হলেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজের নাম ঘোষণা হতেই কোচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন অনন্ত মহারাজ। আজ সকালেই তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গতকাল বিকেলে অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়ে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। সেই সময় অনন্ত মহারাজ জানিয়েছিলেন তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এবং সেই প্রস্তাবে তিনি রাজি হয়েছেন। তারপরই আজ তার নাম ঘোষনা করে বিজেপি। অনন্ত মহারাজ দীর্ঘদিন অরাজনৈতিক সাংগঠনিকভাবে কোচবিহার জেলা কে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আঃদোলন করেছেন। এবার বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হতেই শুরু হয়েছে জল্পনা। তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিকভাবে সমালোচনা করেন তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়।

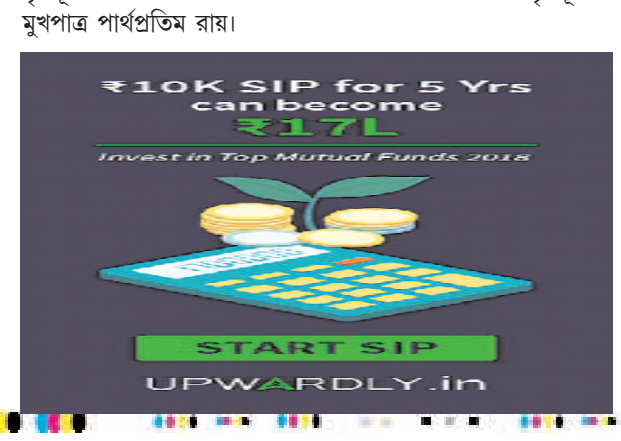

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আওয়ামীলীগবিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি এবং সংঘর্ষ

ঢাকা ঃ সরকার পতনের একদফা দাবিতে বিএনপির পূর্বঘোষিত দুইদিনের পদযাত্রা কর্মসূচির প্রথম দিনে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

পিরোজপুরে বিএনপির পদযাত্রায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় পুলিশের ৭ সদস্য এবং সময় টিভির ক্যামেরাপার্সন হাসান আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে নেয়া হয়। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, এ ঘটনায় বিএনপির অন্তত ২৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে । বেলা পৌনে ১১টায় পিরোজপুরহুলারহাট সড়কে ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'পদযাত্রা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে পৌঁছানোর পর পুলিশ আমাদের বাধা দেয়। সেখানেই আমরা পথসভা শুরু করার পর একপর্যায়ে পুলিশ আমাদের কাছ থেকে ব্যানার ছিনিয়ে নেয় এবং আমাদের উপর হামলা করে।'

বগুড়ায় বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে বাধা দেয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়াপাল্টা ধাওয়া এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস এবং শটগানের গুলি ছুড়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে বিএনপির হামলায় তাদের ৭ জন সদস্য আহত হয়েছে। অপরদিকে বিএনপি দাবি করেছে, পুলিশের গুলি এবং হামলায় তাদের ২০ থেকে ২৫ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলি আজগর তালুকদার অভিযোগ করেন, পুলিশ বিনা উস্কানিতে বিএনপির মিছিলে হামলা ও গুলি করেছে এবং পড়ে তারা কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও গুলি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে।

বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুর রশিদ জানান, পুলিশ ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। বিএনপি নেতাকর্মীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপ

ও হামলা থেকে বাঁচতে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং রাবার বুলেট ছুড়েছে।

কিশোরগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির সংঘর্ষে পুলিশ, সাংবাদিক, নেতাকর্মীসহ শতাধিক আহত হয়েছে। সরকারের পদত্যাগের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠে জড়ো হন।

মিছিলটি শহরের নুর মসজিদের কাছে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করে নেতাকর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে সামনে আগানোর চেষ্টা করার সময় সংঘর্ষের সূচনা হয়। এ সময় পুলিশ মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। অপর দিকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বিএনপি নেতাকর্মীরা ইটপাটকেল ছোড়েন।

বিএনপির সরকার পতনের একদফা দাবিতে পদযাত্রা এবং আওয়ামীলীগের উন্নয়ন শোভাযাত্রা নিয়ে চলা কর্মসূচিতে রাজধানী ঢাকা কার্যত স্থবির হয়ে। দুই দলের কর্মসূচিতে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টির কারণে পুরো শহরে যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে।

পদযাত্রার শুরুতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকের এই পদযাত্রা শুধু পদযাত্রা নয়, এটি বিজয়যাত্রা। অপরদিকে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির এই পদযাত্রা তাদের পরাজয় যাত্রা বলে মন্তব্য করেন।

রাজধানীর মিরপুরে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কর্মীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মঙ্গলবার সকালে মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজের গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

বিএনপি নেতাকর্মীরা পদযাত্রার উদ্দেশে জড়ো হওয়ার সময় তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়াপাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে দুই পক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। সে সময় বিএনপির কিছু নেতা কর্মী কলেজ গেটের সামনে একটি মোটরসাইকেল ও একটি বাইসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে আওয়ামীলীগবিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মীসমর্থক আহত হয়েছেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ধাওয়াপাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ চলতে থাকে।

আওয়ামীলীগ এর উন্নয়ন শোভাযাত্রা এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী পদযাত্রা বের করাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে।

আহত কয়েকজনকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

ভোট প্রত্যাখ্যানের কারণ

ঢাকা ঃ ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে শতকরা সাড়ে ১১ শতাংশ। উপনির্বাচন হলেও এত কম ভোট পড়ায় এটাকে ''একতরফা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান বলে মনে কছেন বিশ্লেষকেরা। বিশ্লেষকেরা বলছেন, যদি শুধু শাসক দল আওয়ামী লীগের ভোটাররাও ভোট দিতেন তাহলে ভোটের হার এরচেয়ে কমপক্ষে তিন গুণ বেশি হওয়ার কথা। তাই এটা নিশ্চিত যে আওয়ামী লীগের ভোটাররাও ভোট দিতে যাননি। ঢাকা১৭ আসনে মোট ভোটার তিন লাখ ২৫ হাজার ২০৫ জন। মোট বৈধ ভোট পড়েছে ৩৭ হাজার সাতটি। ভোটের শতকরা হার ১১.৫১ শতাংশ। আটজন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাত নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ২৮ হাজার ৮১৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম একতারা প্রতীকে পেয়েছেন পাঁচ হাজার ৬০৯ ভোট। অন্য ছয়জনের কেউই দেড় হাজারের বেশি ভোট পাননি। বিশ্লেষকেরা বলছেন প্রধানত তিনটি কারণে ভোটের এই করুণ অবস্থা। ১. মাত্র চারপাঁচ মাসের জন্য এই নির্বাচন ২. বিএনপি এবং সমমনাদের ভোট বর্জন ৩. আওয়ামী লীগের প্রার্থী তৃণমূলের কোনো জনপ্রিয় নেতা নন। জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদের (জানিপপ) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন, এই নির্বাচনে অনেক কম ভোট পড়েছে। তবে আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে কিছু জাল ভোট পড়েছে। সেটা না হলে ভোটের হার আরো কম হতো। তার কথা, এই নির্বাচনে ভোটারদের অনাগ্রহের একটি কারণ হলো মাত্র চারপাঁচ মাসের জন্য এমপি নির্বাচন। আর বিএনপি ও তাদের সমমনারা এই ভোট বর্জন করেছে। ফলে তাদের ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাননি। আরেকটি বড় কারণ হলো আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাঠের কোনো পোড় খাওয়া নেতা নন। তিনি মূলত আওয়ামী লীগের থিংকট্যাংক। মাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছেন। মাঠের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তার কোনো কোনো যোগাযোগ নাই। ফলে আওয়ামী লীগেরও অধিকাংশ ভোটার ভোট কেন্দ্রে যাননি। তিনি বলেন, খেয়াল করবেন তিনি কয়েকবার বলেছেন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গেলেও নৌকা জিতবে, না গেলেও জিতবে। ফলে ভোট দেয়ার আর আগ্রহ থাকার কথা না ভোটারদের। তার সঙ্গে যারা ঘুরেছেন তাদের বড় একটি অংশ ওই এলাকার না অথবা ভোটার না। আর সুশাসনের জন্য জন্য নগারিক (সুজন)এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মনে করেন, এই সামান্য ভোট প্রমাণ

করে মানুষ একতরফা ভোট প্রত্যাখ্যান করেছে। বিরোধী দল নির্বাচনে নেই এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা। তারা আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তিনি বলেন,জাতীয় নির্বাচনে যদি বিরোধী দল না যায় তাহলে সেই নির্বাচনও নির্বাচন হবে না। যেখানে বিকল্প কোনো প্রার্থী থাকে না, পছন্দের কোনো সুযোগ থাকেনা সেটাকে নির্বাচন বলা যায় না। নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন,বিএনপি আগামী নির্বাচনে না গেলে সেই নির্বাচনও একরতরফা নির্বাচন হবে। ২০১৪ সালের মতো ভোট ছাড়াই অনেক প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। এখানে সুবিধা হলো যদি নির্বাচনে একটি ভোটও পড়ে সেই ভোট যে প্রার্থী পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। কিন্তু এটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। পৃথিবীর অনেক দেশে আছে ৫০ ভাগ ভোট না পড়লে আবার নির্বাচন হবে। আমাদের দেশেও এমন কোনো আইন করা দরকার। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম থাকা উচিত না। তাহলে এই একতরফা নির্বাচনের প্রবণতা বন্ধ হবে। সাবেক নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম বলেন, একতরফা নির্বাচন বা সব দল নির্বাচনে না গেলেও কখনো কনো ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যান তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। ১৯৮৬ সালে আমি যখন মনিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলাম তখন একজন মানসিক ভারসাম্যহীন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছিলেন ভোটাররা। হিরো আলম যে ভোট পান তা মানুষের সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। তার কথা,চারপাঁচ মাসের জন্য ভোট, বিএনপি নির্বাচনে নেই সবই বুঝলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগের ভোট কোথায় গেল। তারাও তো ভোট দেয়নি। এটা প্রমাণ করে ভোটের প্রতি ভোটারদের আস্থাহীনতা বাড়ছে। আগামী জাতীয় নির্বাচন একতরফা হলে এই আস্থাহীনতা আরো বড়ভাবে প্রকাশ পাবে। নিজে সোমবার দুপুরের পর মহাখালী ডিওএইচএসএর একটি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জানিয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অব.) এম সাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, দুপুরের পর গিয়ে দেখি ছয়সাত পার্সেংট ভোট পড়েছে। ভোটের এই করুণ পরিণতি আমাকে বিস্মিত করেছে। ভোটের প্রতি মানুষ আস্থা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা নেই।

মশাবাহিত রোগের সংক্রমণ কমায় ওলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়া

ব্রাজিলঃ ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগের সংক্রমণ কমাতে কাজ করছে 'ওয়ার্ল্ড মসকুইটো প্রোগ্রাম'। তারা মশার ভেতর ওলবাকিয়া নামে একটি ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মশা রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ব্রাজিলে বড় আকারে ঠিক সেই কাজটি করতে চাইছে অলাভজনক এই প্রতিষ্ঠান। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফিওক্রুজের সঙ্গে মিলে এই কাজ করতে চায় তারা।

ওয়ার্ল্ড মসকুইটো প্রোগ্রামের সিইও স্কট ও' নিল জানান, ''ওলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়া মশার ভেতর ঢোকানো গেলে সেটা মশার ভেতর থাকা যে ভাইরাস মানুষকে আক্রমণ করে, সেটির রেপ্লিকেট হওয়া প্রতিহত করে। মানুষ থেকে মানুষে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা ও পীতজ্বরের ভাইরাস ছড়াতে 'রেপ্লিকেটের' প্রয়োজন হয়। কিন্তু ওলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়ার কারণে সেটা সম্ভব হয় না।''

অনেক জরিপে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ওলবাকিয়া আক্রান্ত মশাকে অন্যান্য মশার মধ্যে ছড়িয়ে দিলে ডেঙ্গু বা জিকার যে কারণ, সেই বিপজ্জনক প্যাথোজেনগুলোর সংক্রমণ অনেকখানি কমে যায়। এছাড়া এই পদ্ধতির আরও অনেক সুবিধা আছে।

স্কট ও' নিল বলছেন, ''এই পদ্ধতি আপনাকে শুধু একবার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু আপনি যদি মশা মারতে কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে প্রতিবছরই সেটা করতে হয়। অথচ আমাদের পদ্ধতিটা একবার ব্যবহার করলে ব্যাকটেরিয়াটা মশার ভেতর স্থায়ীভাবে থেকে যায়। ফলে পদ্ধতিটা আরেকবার ব্যবহার না করলেও সেই মশাই মানুষকে রক্ষা করে।''

ওলবাকিয়া আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়া তার সন্তানদের মধ্যেও এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে দেয়।

গত ১০ বছরে এক ডজনেরও বেশি দেশে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলাফল আশাব্যঞ্জক ছিল।

কিছু জায়গায় এটি মানুষ বা পরিবেশের উপর আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলা ছাড়াই ভাইরাসজনিত রোগের সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়েছে। তবে ব্রাজিলের ক্ষেত্রে এখনও কিছু প্রশ্ন

আছে।

ফিওক্রুজ সংস্থার কর্মকর্তা রাফায়েল ফ্রাইতাস বলছেন, ''ইন্দোনেশিয়ার তথ্য বলছে, সেখানে ডেঙ্গু সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। কিন্তু ব্রাজিলের রিওতে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তেমনটা দেখতে পাচ্ছি না। তাই পদ্ধতিটা ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে ব্রাজিলে কেন কম কার্যকরি হচ্ছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'' বিশ্বে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি থাকা দেশগুলির একটি ব্রাজিল। মশাবাহিত রোগের সংক্রমণ কমাতে সে দেশে ওলবাকিয়া আক্রান্ত মশার বংশবৃদ্ধি করতে একটি স্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে, যার কাজ আগামী বছর শেষ হবে। গাড়ি, মোটরসাইকেল ও ড্রোন দিয়ে মশা ছাড়া হবে।

স্কট ও' নিল বলছেন, ''আমরা সপ্তাহে ১০০ মিলিয়ন মশা উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করছি। অর্থাৎ বছরে পাঁচ বিলিয়ন। ব্রাজিলের কয়েকটি শহরে একসঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের এই সংখ্যক মশা দরকার।''

পুরো ব্রাজিলে এই পদ্ধতি কার্যকর প্রমাণিত হলেও এটি দিয়ে মশাবাহিত সব রোগ দমন করা যাবে না। ফলে টিকা উদ্ভাবনের মতো কাজের গুরুত্ব ভবিষ্যতে আরও অনেক বছর থাকবে।

আমরা কেউ নিরামিষ ভোজী নই ও সবাই জীব হিংসা করি

সুনীল কুমার দে

পোটকাঃ আমরা কেউ নিরামিষ ভোজী নই ও সবাই জীব হিংসা করি।আমার কথায় হয়তো সবাই একমত হবেন না।হয়তো বলবেন আমরা অনেকেই মাছ মাংস,পেঁয়াজ রশুন খাই না তাই আমরা নিরামিষ ভোজী।আমি ও মাছ,মাংস ও ডিম খাই না তবে পেঁয়াজ রশুন খাই তাই আমি নিজেকে নিরামিষ ভোজী বলে প্রচার করি না।আমাকে নিরামিষ খাওয়ার জন্য কেউ প্রেরণা দেয় নি আমি নিজে থেকেই মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।আমি ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ।আমি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু আমার গুরুদেব নিরামিষ খেতে বলেন নি।নিরামিষ ও আমিষ খাওয়াটা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ধর্মের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন মাছ মাংস ত্যাগ টা কোনো ত্যাগ নয় কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ই হলো প্রকৃত ত্যাগ যা ঈশ্বর সাধনার বাধক।শুকর মাংস খেয়ে যদি কারো ধর্মে ও ঈশ্বরে মতি থাকে তাহলে তাঁর কাছে শুকর মাংস হবিষান্য তুল্য হয়ে যায় আর যদি হবিষান্য খেয়ে ধর্মে ও ঈশ্বরে মতি না থাকে তাহলে হবিষান্য শুকর মাংস তুল্য হয়ে যায়।আসলে সবই মনের খেলা খাদ্যা খাদ্য ধর্ম পথের ও ঈশ্বর পথের বাধক নয়।যদি নিরামিষ ভোজী হয়ে, তুলসী মালা পরে,সাদা কিংবা গেরুয়া কাপড় পরে,মদ খাই,মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করি তা থেকে তো যে আমিষ খেয়ে ধর্ম পথে ও সত পথে আছে,পরের উপকার করছে,পরনিন্দা পরচর্চা থেকে বিরত থাকে,মদ ও মেয়ে থেকে দূরে থাকে,সত ভাবে জীবন যাপন করে সে তো অনেক অনেক গুনে বড়।তাই নিরামিষ ও আমিষ খাওয়াটা কোনো ফ্যাক্টার নয় আপনার আচার ও আচরণ টাই হলো বড় কথা।তাছাড়া বিজ্ঞান বলছে আমরা সবাই জীব হিংসা করি।কেবল মাছ ও মাংস খেলেই জীব হিংসা হয় না,গাছের মধ্যে ও প্রাণ আছে।আমরা প্রতিদিন শাক শব্জি খাচ্ছি অর্থাৎ জীব হত্যা করছি।জল পান করছি।জলের মধ্যেও কীটানু জীবাণু আছে।বায়ু সেবন করছি।বায়ুতেও অসংখ্য জীবাণু আছে যা আমরা হত্যা করছি।আমরা ফল খাচ্ছি।ফল পাকলে জীবাণু তৈরি হয় তাও আমরা খাই।দধি খাচ্ছি।দধিতে অসংখ্য জীবাণু থাকে তাদের হত্যা করছি।আমরা পথে হাঁটছি।আমাদের পদ চাপে কত ছোট ছোট জীব মারা যাচ্ছে।তাহলে আমরা নিরামিষ ভোজী হলাম কি করে।আমরা তো প্রতিদিন ও সব সময় জীব হিংসা করছি।তাই আমরা কেউ নিরামিষ ভোজী নই ও সবাই জীব হিংসা করি।তাই। নিরামিষ ও আমিষ নিয়ে তর্ক ও বিবাদ বন্দ করুন।আপনার যা ভালো লাগে তাই খান।আমিষ ও নিরামিষের সাথে ভগবান ও ঈশ্বর কে জড়াবেন না।কোনো মহাপুরুষের ,কোনো অবতারের ও সাধু সন্ন্যাসীর বদনাম করবেন না ও অপমান করবেন না।

ভারত বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধু ঃ অর্থমন্ত্রী

ঢাকা ঃ ভারত শুধু বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশীই নয়, আমাদের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধু বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগরে জি২০ দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের সম্মেলনে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও ভারত তিনটি নাম মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভারত শুধু বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশীই নয়, আমাদের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধু। ভারতের সঙ্গে রয়েছে আমাদের ইতিহাসের, ভাষার, সংস্কৃতির, মনমানসিকতার গভীর সমন্বয়। রয়েছে উন্নয়নঅগ্রযাত্রার সমৃদ্ধ ইতিহাস। বৈঠকে বাংলাদেশভারত সম্পর্ক উন্নয়নে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নির্মলা সীতারামন বলেন, দুই দেশের মধ্যে কানেকটিভিটি যত বাড়বে ততই দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরালো হবে। তিনি দুই দেশের অর্থনীতির এলাকায় সহযোগিতা বাড়ানোর জায়গাগুলো চিহ্নিত করে একসঙ্গে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন। এদিনের বৈঠকের শুরুতে ভারতের অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে দুই দেশের অর্থমন্ত্রী বিস্তারিত আলোচনা করেন। এসময় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করতে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে বাংলাদেশ সফরের আহবান জানান। প্রসঙ্গত, গুজরাটে চলমান জি২০ জোটের অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের সম্মেলনে সদস্য না হয়েও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে 'গেস্ট কান্ট্রি'র মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়োজক দেশ ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশকেই অতিথি দেশ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সম্পাদকীয়

শান্তিপ্রিয় জাপানও কেন অস্ত্রে সাজতে মরিয়া

২২ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে পশ্চিমা নেতৃত্ব ও সংবাদমাধ্যম ব্যতিব্যস্ত আছে। সেই ফাঁকে উত্তর এশিয়ায় আরেকটি সামরিক আয়োজন ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠছে। মাস কয়েক আগে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা জাপান এবং জাপানের জনগণ 'ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনের ক্ষণে' অবস্থান করছেন বলে মন্তব্য করে ২০২৭ সাল নাগাদ ৩২ হাজার কোটি ডলার সামরিক ব্যয়ের ঘোষণা দেন। এই ব্যয় হবে জাপানের বর্তমান সামরিক ব্যয়ের দ্বিগুণ ও দেশটির জিডিপির ২ শতাংশের সমান। এটি জাপানকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী দেশে পরিণত করবে। নতুন প্রতিরক্ষা কর্মসূচির আওতায় জাপানের এই বিপুল সামরিক ব্যয় থেকে বোঝা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে এযাবৎকালের মধ্যে জাপান তার প্রতিরক্ষা কৌশলে সবচেয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে।

জাপানের এই কর্মসূচি দেশটির ১৯৪৬ সালে গৃহীত

সংবিধানের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শান্তিকামী প্রতিরক্ষানীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে যাচ্ছে। ওই অনুচ্ছেদে বলা আছে, জাপানের সামরিক বাহিনী শুধু দেশ ও দেশের মানুষ সামরিকভাবে আক্রান্ত হলেই কাউকে আক্রমণ করবে। দেশের বাইরে গিয়ে কারও ওপর আঘাত হানতে যাবে না। তবে ২০১৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সরকার একটি আইন পাস করে। ওই আইনের আওতায় জাপানের সেনাবাহিনী সেলফ ডিফেন্স ফোর্স (এসডিএফ) বিদেশের মাটিতেও কোনো লড়াইয়ে অংশ নিতে পারবে। তাহলে জাপান কেন সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে? এতে কি জাপান সামরিক দিক থেকে আগের চেয়ে বেশি সুরক্ষিত থাকবে? এর জবাব হলো, জাপানের এসব করার অর্থ দেশটি চীনকে হুমকি মনে করছে। জাপান ইস্যুতে বেইজিংয়ের অভিপ্রায়কে দৃশ্যমানভাবে শান্তসৌম্য বলা গেলেও জাপান চীনকে হুমকি মনে করেই অস্ত্রসজ্জিত হচ্ছে। জাপানের এই সামরিক শক্তিবৃদ্ধি অন্তত স্বল্প মেয়াদে হলেও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক আয়োজনকে বলবান করবে। জাপান মনে করছে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষার পরিবেশ সামনের দিনগুলোতে খারাপ দিকে যাবে। এ ছাড়া জাপানের দীর্ঘদিনের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র তার কাছে 'অধিকতর সামরিক শক্তিমত্তা আশা করছে'। এসব বিবেচনায় জাপান তার সামরিক শক্তিকে হালনাগাদ করতে উদ্যোগী হয়েছে। 'দুই দেশের মধ্যকার জোটের প্রতিরোধ কার্যক্রমে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখা জাপানের হালনাগাদ প্রতিরক্ষা নীতিতে' মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দ্রুততার সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এবং দেশটির ক্রমবর্ধমান হুমকিমূলক তৎপরতার কারণে জাপান মনে করছে, তার নিজের হাতে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার সর্বাধুনিক সরঞ্জাম থাকা দরকার। একই সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধও জাপানকে আন্দোলিত করেছে, কেননা রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে জাপানের অমীমাংসিত সীমান্ত রয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকেই জাপানের প্রতিরক্ষা কৌশলের ভিত্তি হিসেবে জাপান-মার্কিন সামরিক জোট ভূমিকা রেখে আসছে। তবে এটিও সত্য, চীন ও জাপানের মধ্যে গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক (২০২২ সালে দুই দেশের মধ্যে ৩৩ হাজার ৩৪০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়েছে) রয়েছে এবং চীন ইতিমধ্যেই জাপানের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। অন্যদিকে জাপান-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক সে তুলনায় অনেক কম গতিতে এগোচ্ছে। এই দুই দেশের মধ্যে ২০২২ সালে ২৩ হাজার ৪৬০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়েছে।

ইডির হাতে গ্রেপ্তার তৃণমূলঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী

কলকাতা টিভির মালিক কৌস্তভ রায়ের বাড়িতে এবং অফিসে এর আগেও তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। সোমবার গভীর রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্যবসায়ী কৌস্তভ রায়কে। সোমবার ইডি দপ্তরে তাকে প্রথমে ডেকে পাঠানো হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর মধ্যরাতে তাকে গ্রেপ্তারকরা হয়। ইডি জানিয়েছে, কৌস্তভকে কিছু নথি জমা দিতে বলা হয়েছিল। সেগুলিতে অসংগতি থাকার কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

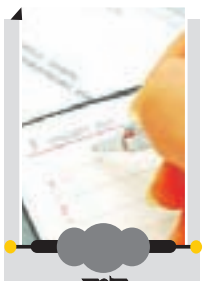

সপন
প্রাবন্ধিক

কৌস্তভ রায় কলকাতা টেলিভিশনের মালিক। এছাড়াও তার আরো কিছু ব্যবসা আছে। তিনি তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। যদিও তিনি সরাসরি তৃণমূলের

সদস্য নন। তৃণমূলের সভা সমিতিতেও তিনি যোগ দেন না। কিন্তু তৃণমূলের একাধিক নেতার ঘনিষ্ঠ তিনি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরও তিনি ঘনিষ্ঠ বলে তৃণমূল সূত্র জানিয়েছে।

মাসকয়েক আগে তার বাড়িতে এবং অফিসে কয়েকদিন ধরে আয়কর দপ্তর তল্লাশি চালিয়েছিল। তবে সে সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সোমবার সকালে কৌস্তভকে ইডি ডেকে পাঠায়। সঙ্গে কিছু নথি নিয়ে যেতে বলা হয়। কৌস্তভ আইনজীবী মারফত জানান, সকালে তিনি ইডি দপ্তরে যেতে পারবেন না, তবে বিকেলে যেতে পারেন। ইডি ফের একটি নোটিস পাঠায় তাকে। তাতে বিকেল চারটের সময় ইডি দপ্তরে যেতে বলা হয়। ঠিক সময়েই ইডি দপ্তরে পৌঁছান এই ব্যবসায়ী। এরপর রাত একটা পর্যন্ত তাকে টানা জেরা করা হয় বলে ইডি সূত্র জানিয়েছে। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তৃণমূল এখনো পর্যন্ত কৌস্তভের গ্রেপ্তারি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে তৃণমূলের এক নেতা জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুতে যখন বিরোধীদের বৈঠক হচ্ছে, তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তৃণমূলের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই বিজেপি একাজ করিয়েছে। বিজেপির তরফেও এখনো পর্যন্ত কৌস্তভের গ্রেপ্তারি নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

নারী কি পুরুষের প্রতিপক্ষ?

নিশাত সুলতানা

মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৮ হাজার ৭৯২ নারী ও কন্যাশিশু। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯ হাজার ৮৫০ জন। ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসেই শারীরিকমানসিকসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১ হাজার ৫২০ নারী ও কন্যাশিশু। গত বছর মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেখানে দেখা গেছে নারীর প্রতি সহিংস আচরণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে চতুর্থ। সরকারি হিসাবেই এ দেশের ৭২ শতাংশ নারী তাঁদের ঘনিষ্ঠজন কর্তৃক শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন। এ দেশে ৯৬ শতাংশ নারী গণপরিবহনে এবং ৮২ শতাংশ নারী জনসমাগমস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হন।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী নারীদের প্রায় ৫৩ শতাংশই এ দেশে সাইবার অপরাধের শিকার হন।

অনেকেই বলেন, আগের তুলনায় বেড়েছে নারী নির্যাতন। অনেকে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, আগেও ব্যাপক হারে ছিল নারী নির্যাতন। পার্থক্য হলো এখন মানুষের সচেতনতা বাড়ায় এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে নির্যাতনের ঘটনা আমরা জানতে পারছি অনেক বেশি। তবে নির্যাতনের ধরন ও ভয়াবহতা যে বেড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। স্বীকার করতেই হবে, এ দেশে নারী নির্যাতন আছে এবং অন্যতম বড় সমস্যা হিসেবেই আছে। নারী নির্যাতনের ভয়াবহ এই চিত্র প্রায়ই আমাকে যে প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড় করায়, তা হলো নারীর প্রতি পুরুষের ঘৃণা ও বিদ্বেষ কি দিন দিনই বাড়ছে? না হলে নারীরা কেন এত বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন? নারীর উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করে পুরুষ কি তাঁর অবস্থান নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত? নারী কি তবে পুরুষের প্রতিপক্ষ? প্রশ্ন হলো নারীর প্রতি পুরুষের এই ভয় আর ঘৃণার উৎপত্তি কোথায়?

ফলে নারীর প্রতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সনাতনী চিন্তাভাবনা থেকে বের হয়ে আসবে তারা। মনে রাখতে হবে, পুরুষতন্ত্রের চর্চা ও তা রক্ষার দায় পুরুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। পেশিশক্তি প্রদর্শন না করেও যে পুরুষ হওয়া যায়, সেটি বোঝার সময় হয়েছে এখন। সময় হয়েছে 'পুরুষ' শব্দটির ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার। যে মাতৃগর্ভে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক পুরুষের উৎপত্তি, সেই পুরুষ কী করে নারীর প্রতি এতটা সহিংস আচরণ করতে পারে, তা ভাবতেই অবাক লাগে।

প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যে সমাজকাঠামো এবং পারিবারিক চর্চার মধ্য দিয়ে ছেলেসন্তানদের বড় করি, সমস্যা মূলত সেখানেই। লন্ডনভিত্তিক 'মেনজ সেন্টারের' প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং একাধারে লেখক, চিকিৎসক ও গবেষক অ্যাডাম জিউকস তাঁর বিখ্যাত হোয়াই মেন হেট উইমেন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের পথ পরিক্রমায় একজন ছেলের পুরুষ হয়ে ওঠার যে সামাজিক প্রক্রিয়া, মূলত সেটিই পুরুষকে কর্তৃত্ববাদী, কঠোর এবং সহিংস করে তোলে।

এই প্রক্রিয়ায় অনেক পুরুষ নিজেদের অজান্তেই নারীকে ঘৃণা করতে শেখে এবং তাঁদের প্রতি সহিংস আচরণ করেন। এই প্রক্রিয়া যে সমাজে যত প্রবল, সে সমাজের পুরুষেরা নারীর প্রতি তত বেশি হিংস্র ও অমানবিক। ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে 'মিসোজিনি'। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে মূলত নারীর প্রতি পুরুষের ঘৃণার ধারণা প্রকাশের জন্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ এবং চর্চার মধ্যে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে নারীর প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃণা। এই অনুভূতি দ্বারা শুধু যে পুরুষ আক্রান্ত হন, তা কিন্তু নয়। নারীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হন।

অ্যাডাম জিউকস তাঁর গবেষণায় আরও উল্লেখ করেছেন, সমাজে আমরা নারীদের মূলত সেবাদানকারীর ভূমিকাতেই দেখি। মা তার আপন গণ্ডিতে তিল তিল করে বড় করতে থাকেন সন্তানদের। সেখানে থাকে কেবলই সেবা, আদর আর ভালোবাসা। কিন্তু কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে এসে ছেলেসন্তানটি মায়ের গণ্ডির বাইরের অধিকাংশ পুরুষকে ভিন্ন আচরণ করতে দেখে। সে বুঝতে পারে, বাইরের পুরুষেরা তার চেয়ে আলাদা। সেই পুরুষদের প্রায় সবাই শক্তিশালী, কর্তৃত্ববাদী এবং আধিপত্যবাদী। এই আচরণগুলো পর্যবেক্ষণ করে মায়ের গণ্ডির ভেতর সে একধরনের একাকিত্ব বোধ করতে শুরু করে এবং গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করে। সে বুঝতে শেখে পুরুষের কঠিন রূপটির সঙ্গে অভ্যস্ত না হলে সমাজ কখনো তাকে পুরুষ হিসেবে মেনে নেবে না।

ফলে পরিবর্তন তার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এত দিন পরম নির্ভরতার মাঝে বেড়ে ওঠা মায়ের সেই বৃত্তটিকেই পুরুষ হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হয় তার এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে প্রাণপণে চেষ্টা করে সে। প্রক্রিয়াটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় তার কৌশল হয়ে ওঠে শক্তির প্রয়োগ আর কর্তৃত্ববাদী আচরণ। অনেক ক্ষেত্রে অপারগতার গ্লানি থেকে জন্ম নেয় ঘৃণা।

সমাজে পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হতে অনেকেই নারীর প্রতি সহিংস আচরণের কৌশলটি বেছে নেয়। কারণ, পুরুষ তার পর্যবেক্ষণে নারীকেই সমাজে দুর্বল অবস্থানে দেখতে পায় এবং সেই দুর্বলের প্রতি সহিংস আচরণ করার মাধ্যমেই সমাজে নিজেকে পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে সে। তবে পরিবারের সন্তানদের সহিংস হয়ে ওঠার পেছনে পরিবারে সহিংসতার চর্চা অন্যতম বড় ভূমিকা রাখে। শুধু পরিবার ইতিবাচক হলেই হবে না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যদি ভিন্ন রকম চর্চা থাকে, সেটিও সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে।

পরিস্থিতির উত্তরণে প্রথমেই যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন গবেষকেরা, তা হলো নারী ও পুরুষের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার দৃশ্যমান পার্থক্য না থাকা। সন্তানের প্রথম ও প্রধান সেবাদানকারী হিসেবে শুধু মা কিংবা নারীর উপস্থিতি, পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে সন্তানকে অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিমূলক ধারণা দেয়। তাই সন্তানের সেবাদানকারী হিসেবে পুরুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ খুব জরুরি। এতে পুরুষের কমনীয় ও স্নেহশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি সন্তানের সামনে স্পষ্ট হবে এবং ছেলেসন্তানেরা কঠিন ও সহিংস পুরুষ হওয়ার তাড়না থেকে বের হয়ে আসবে।

ঠিক একইভাবে প্রারম্ভিক, প্রাক্‌প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে একচেটিয়া নারী শিক্ষক বা সেবাদানকারীর অংশগ্রহণের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষা স্তরে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং পেশায় নারী-পুরুষের ভারসাম্য ও সমতাপূর্ণ অবস্থান ও ভূমিকা নারীকে পুরুষের চোখে শক্তিশালী করবে।

ফলে নারীর প্রতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সনাতনী চিন্তাভাবনা থেকে বের হয়ে আসবে তারা। মনে রাখতে হবে, পুরুষতন্ত্রের চর্চা ও তা রক্ষার দায় পুরুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। পেশিশক্তি প্রদর্শন না করেও যে পুরুষ হওয়া যায়, সেটি বোঝার সময় হয়েছে এখন। সময় হয়েছে 'পুরুষ' শব্দটির ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার।

সাময়িকী

ন্যাটোর কাছে জেলেনস্কি যা চান, সেটা তিনি কখনোই পাবেন না

গত সপ্তাহে শেষ হওয়া ন্যাটো সম্মেলনের ব্যবচ্ছেদ যদি করা যায়, তাহলে দেখব, ন্যাটোর সঙ্গে ইউক্রেনের যে দূরত্ব ছিল, সেটা কমাতে কেউই তেমন চেষ্টা করেনি। ন্যাটোতে কবে যুক্ত হতে পারবে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট সময়সীমা জানতে চেয়েছে ইউক্রেন। পশ্চিমা জোটের নেতারা সময়সীমা নির্দিষ্ট করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আভাস দিয়েছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলেই সেটা হতে পারে।

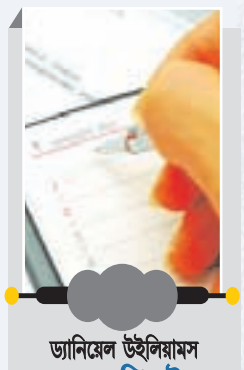

ড্যানিয়েল উইলিয়ামস
কলামিস্ট

সম্মেলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সব পক্ষই প্রশান্তিদায়ক বক্তব্য দেয়। ন্যাটো নেতারা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইউক্রেনকে নতুন করে অস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া সদস্যদেশগুলোর দেওয়া সমর্থন সমন্বয়ের জন্য ন্যাটো একটি ন্যাটো-ইউক্রেন কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সম্মেলনের আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়াকে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন এবারের সম্মেলনে পশ্চিম ও কিয়েভের মধ্যে অচলাবস্থার অবসান হচ্ছে। কিন্তু ভিলনিয়াস সম্মেলনের ঠিক আগে ইউক্রেনকে সদস্যপদ দেওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট না করায় জেলেনস্কি ন্যাটোর বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হন।

ন্যাটোর উদ্দেশে ভলোদিমির জেলেনস্কি লেখেন, 'এটা অভূতপূর্ব। অদ্ভুত এক সময়সীমা নির্ধারণ করা হলো। এর মধ্য দিয়ে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানানোও হচ্ছে না, সদস্যপদও দেওয়া হচ্ছে না। সদস্য হওয়ার জন্য অস্পষ্ট শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।'

এ ভাষ্যের পর জেলেনস্কি এবার ন্যাটোকে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাটুকু সম্পন্ন করেন। সম্মেলন শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'সম্মেলনের ফল খুব ভালো। আমরা ইউক্রেনের জন্য, আমাদের লোকদের জন্য, শিশুদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নিরাপত্তা বিজয় নিয়ে দেশে ফিরছি।'

এ ভাষ্য থেকে মনে হতে পারে, জেলেনস্কি তাঁর আগের বক্তব্যের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় অনুতপ্ত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। জেলেনস্কি ভিলনিয়ান থেকে যাওয়ার পর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ন্যাটোর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, কয়েকজন কর্মকর্তা জেলেনস্কিকে তাঁর আচরণের জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছেন।

২০০৮ সালে পশ্চিমা সামরিক জোটটির বুখারেস্ট সম্মেলনে ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে সদস্যপদ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেটাও ছিল অস্পষ্ট একটি প্রতিশ্রুতি। বলা হয়েছিল, ইউক্রেন ও জর্জিয়া ঘটনাক্রমে ন্যাটোর সদস্য হয়ে যাবে। ইউক্রেনীয়রা ২০০৮ সালের সেই ব্যর্থতা নিয়ে ন্যাটোর সমালোচনা করেন। অনেকে সে সময়ে জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলা সারকোজিকে দোষারোপ করেন।

নিবন্ধে বলা হয়, 'জেলেনস্কির চাপ প্রয়োগের কৌশল নিয়ে ন্যাটোর ভেতরে হতাশার জন্ম হয়েছে এ ঘটনা তারই প্রতিফলন। এমনকি জেলেনস্কির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষকেরাও প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি কি সত্যিই ইউক্রেনের স্বার্থ দেখছেন।' যুদ্ধপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ ঘটনা কী প্রভাব ফেলবে, সেটা সম্ভবত আগামী মাসগুলোয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের গতি ধীর হয়ে গেছে। পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর অপ্রীতিকর এই খেলার চেয়ে ন্যাটো সম্মেলনে যদি ইউক্রেনের সদস্যপদ দেওয়ার বিষয়ে পরিষ্কার বিবৃতি আসত, তাহলে সেটা নৈতিক বল বাড়াতে সহায়তা করত।

এ গল্পের সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে ন্যাটোর নেতারা জেলেনস্কির অভিযোগের বহর দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর ভেতরে এই অসন্তোষ কয়েক মাস ধরেই চলে আসছে। এপ্রিল মাসে তিনি ন্যাটোর নেতাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে তাঁর চাহিদা অনুসারে জঙ্গি বিমান ও অগ্রসর প্রযুক্তির বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র না দেওয়ার কারণে।

ইউক্রেন এখন যে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে, সেই অভিযানের জন্য এ ধরনের অস্ত্র অত্যন্ত দরকারি ছিল। এক টেলিভিশন বক্তৃতায় জেলেনস্কি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমের কাছ থেকে ইউক্রেন এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পায়নি। রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র আমাদের শহরগুলোয় আঘাত হানছে, তাদের বোমা আমাদের জনগণ ও শিশুদের ওপর এসে পড়ছে। যাদের সিদ্ধান্তের কারণে এটা ঘটছে, তাদের ওপর ইতিহাসের কালো ছায়া পড়বে।' ন্যাটোর ভিলনিয়াস সম্মেলনে উন্মুক্ত পর্বে ইউক্রেনের আন্দোলনকর্মী দারিয়া কালেনিউক বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যানকে প্রশ্ন করেন, 'ফিরে গিয়ে আমার সন্তানকে আমি কী বলব? প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ন্যাটো নেতৃবৃন্দ কেন ন্যাটোতে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানালেন না? তাঁরা কি রাশিয়ার ভয়ে ভীত? রাশিয়া হেরে যাবে, ইউক্রেন জিতে যাবে এই ভয় কি তাঁরা পাচ্ছেন?'

ইউক্রেনীয়দের এই ভয় সোভিয়েত-উত্তর যুগে তাদের দেশের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্কের মধ্যে প্রোথিত। ইউক্রেনে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা প্রায়ই দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মুখে পড়েছিলেন।

জানা অজানা

তাজমহলের দেওয়ালে যমুনার ধাক্কা

দিল্লির পর এবার আগ্রা। লালকেল্লার পর তাজমহল। যমুনার জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ধাক্কা দিচ্ছে তাজের দেওয়ালে। গত ৪৫ বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি। প্রবল বৃষ্টি এবং যমুনার বেড়ে চলা জল চলে এসেছে তাজমহলের পাশে। তাজের পিছনের দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে যমুনার জল। পুরাতত্ত্ব বিভাগ অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেছে, তাজমহলের নকশা এতটাই ভালো যে, মূল তাজে বন্যার জল ঢুকবে না। প্রবল বন্যা হলেও তাজের মূল কাঠামো বেঁচে যাবে। ১৯৭৮ সালের বন্যায় তাজেরদেওয়ালে ধাক্কা মেরেছিল যমুনা। চত্বরে ঢুকে পড়েছিল যমুনার জল। যমুনার জলে ডুবে গেছে দশেরা ঘাট। ইতমদ-উদ-দৌলার সমাধিচত্বরে জল ঢুকে গেছে। রামবাগ, মেহতাব বাগ, জোহরা বাগ, কালা গুমবাদের মতো সৌধে যমুনার জল ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এখনো এই সৌধগুলিতে জল ঢোকেনি। তাজমহলের বেসমেন্টেও যমুনার জল ঠোকেনি। যমুনার জল তাজের পিছনের দেওয়াল ছুঁয়েছে। ১৯৭৮ সালে যমুনার জল ৫০৮ ফিট উঁচুতে উঠেছিল। এবার তা ৪৯৭ ফিটের উপরে উঠেছে। ১৯৭৮ সালে তাজের বেসমেন্টের ২২টি ঘরে জল ঢুকে গিয়েছিল। সেখানে পলি পড়েছিল। এরপর যমুনার জল যাতে বেসমেন্টে ঢুকতে না পারে সেজন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ দেওয়াল তুলে দেয়। মথুরা থেকে আগ্রা পর্যন্ত নিচু এলাকাগুলি থেকে মানুষদের সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। ৫০টি গ্রাম ও ২০টি আধা শহর থেকে পাঁচশ মানুষকে সরানো হয়েছে। যমুনার জলে ভেসেছে পাঁচশ বিঘা চাষের জমি। অনেক জায়গায় মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না।

পাঠকের চিঠি

খেলার মাঠ আজ শূন্য, মন মজেছে মোবাইলে

মোবাইল গেম যাকে একনামে চেনে এ প্রজন্ম। মোবাইল গেমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এ প্রজন্ম। এপ্রজন্মের ধ্যানজ্ঞান এতটাই বেশি ছিল যে এই নিয়ে চিন্তার এক কালো মেঘ নেমে এসেছিল অভিভাবকদের মাথায়। কেউ কেউ সারাদিন বুঁদ হয়ে থাকতো সেই মোবাইল গেম নিয়ে। রাস্তার পাশে দেখা যেত প্রতিযোগীতার আসর। কারো কারো পড়াশোনা ,ঘুম এইসব কিছুই হারিয়ে যেত এর দৌলতে। নেটিজেনদের কাছে এক অবসর যাপনের ও বিনোদন মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে এই গেম।

যেভাবে দিনে দিনে মোবাইলের প্রতি আসক্তির ফলে এ প্রজন্ম পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তাতে করে এই সমস্যার সমাধান সত্যিই কবে মিলবে হয়তো আমাদের কারই জানা নেই। আজকের এই ব্যস্তময় সময়ে অধিকাংশ পরিবার যখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে আবদ্ধ তখন শিশুদের খাওয়ানোর সময় বা কখনো শিশুরা ভীষণ রকম জেদ করলে সেই জেদ সামলানোর জন্যে বাবামায়েরা ভুল করে হাতে মোবাইল, ট্যাবলেট ধরিয়ে দেন । ফলে শিশুদের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক অস্থিরতা একদিকে যেমন বাড়তে থাকে অন্যদিকে খেলাধূলা বা বন্ধুদের পরিবেশে মেলামেশার ইচ্ছেটা হারাতে থাকে। আগে একটি সময় ছিল যখন দেখা যেত শৈশবকালে শিশুদের মধ্যে পাড়ার সকলবন্ধুদের সাথে দলবেঁধে একসাথে খেলতে,হুল্লোড় করতে। গ্রাম কি শহরে বাড়ির ছোটোরা তাদের বাড়ির বড়দের কাছে বিশেষত দাদুদিদিমা,বাবামার কাছে উৎসাহ সহকারে নানা গল্প শুনতো।

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জাতীয় খবর খবর সংসার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

রাজ্যসভার সাংসদ হবার জন্য সম্পূর্ণ জাতিকে বিক্রি করে দিতে চাইছেন অজিত ভূঁইয়া বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের কোনটি বিধানসভা কেন্দ্র জাতির বিরুদ্ধে গেছে সেটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : রাজ্যে অব্যাহত থাকা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যে শাসক বিরোধী সহ বিভিন্ন দল সংগঠন সক্রিয় হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ঘিরে অনবরত নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। তবে এবার এক্ষেত্রে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন রাজ্যসভার সাংসদ হবার জন্য সম্পূর্ণ জাতিকে বিক্রি করে দিতে চাইছেন অজিত ভূঁইয়া। তবে এটা না করার জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রযোজেন হলে অজিত কুমার ভূঁইয়াকে বিজেপি থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করে দেওয়া যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আক্রান্তমক হয়ে উঠেছেন রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, অপমান করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমিপুত্র সংক্রান্তে বিজেপি কিংবা মুখ্যমন্ত্রী একটি নতুন ধরনের রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এই রাজ্যসভার সাংসদ। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে এবার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার মহানগরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন রাজ্যের কোন লোকসভা কিংবা বিধানসভা কেন্দ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে বলতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যসভার এই সাংসদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অজিত কুমার ভূঁইয়া কেন সমালোচনা করছেন তিনি জানেন না। তাছাড়া তিনি এখন কোন দলের সেটাও স্পষ্টভাবে জানা যায় না। অজিত কুমার ভূঁইয়া যদি বলেন অসমীয়া জাতির বিরুদ্ধে কোন কাজ হয়েছে তার দায়িত্ব তিনি নিতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কোন স্থানে অসমীয়ার বিরুদ্ধে কাজ হয়েছে সেটা দেখিয়ে দিতে হবে। অন্ততপক্ষে সেটার নাম বলা উচিত। অসমীয়া জাতির স্বার্থে যে লোকসভার তথা বিধানসভা কেন্দ্রগুলো এসেছে সেই তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু যাওয়াটি তার হাতে নেই। ফলে যাওয়ার তালিকা থেকে অন্ততপক্ষে একটি নাম বলার জন্য অজিত কুমার ভূঁইয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন এটা হতে পারে যে কোনো গ্রামের মানুষ অসন্তুষ্ট। কিন্তু সেটা তো সেই গ্রামের কথা। হতে পারে কোন শহরের বাসিন্দারা অসুন্তুষ্ট। সেটা তো সেই শহর ভিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু জাতির কোথায় ক্ষতি হয়েছে, কোন কেন্দ্রে জাতির ক্ষতি হয়েছে, কোনটি কেন্দ্র জাতির থেকে দূরে সরে গেছে সেটা থেকে একটি নাম অন্তত তাকে বলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কংগ্রেস কখনো ক্ষমতায় আসতে পারবেনা। এই চিন্তায় হয়তো অজিত কুমার ভূঁইয়া দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি কার পক্ষ হয়ে এই ধরনের কথা বলছেন সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন হয়তো অজিত কুমার ভূঁইয়ার মনে দুঃখ হয়েছে। কারণ ডিলিমিটেশন হয়ে গেলে কংগ্রেস এই জীবনে আর কোনদিনও ক্ষমতায় ফিরবে না। তবে এটা তার ব্যক্তিগত দুঃখ। সেটার শ্রাদ্ধ তিনি কোথায় করবেন সেটা তিনি জানেন। কিন্তু অসমে জাতির কোথায় ক্ষতি হয়েছে সেটা নাম ধরে বলতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপে তিনি গুয়াহাটির জালুকবাড়ি, নগাঁও, রহা, গোয়ালপাড়া, দুধনৈ, শিবসাগর, ডিব্রুগড় কোথায় ক্ষতি হয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে বলার জন্য সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সারা অসম ছাত্র সংস্থাকে কেন তিনি সমালোচনা করেছেন সেটা যেন না থাকলেও সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার যেই স্কলন হয়েছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজন। একজন সাংসদ অনেক কিছু গন্ডগোল করতে পারেন। কিন্তু জাতির বিরুদ্ধে যাবার যে প্রবণতা সেটা ভুল প্রবণতা। সেটার থেকে তাকে দূরে সরে আসা উচিত বলে মনে করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এইসব করে অজিত কুমার ভূঁইয়া কি পাবেন, একটি সাংসদ পদ। তিনি সাহায্য না করলে তো অজিত কুমার ভূঁইয়া সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হতে পারতেন না। তাছাড়া সাংসদ পদ যদি চাই বললেই হলো, বিজেপির তরফে থাকে তাকে রাজ্যসভায় পাঠানো যাবে। কিন্তু শুধুমাত্র রাজ্যসভার সাংসদ হবার জন্য সম্পূর্ণ জাতিকে বিক্রি করে দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মহিলা পুলিশের সঙ্গে অশালীন ব্যাবহার করার অভিযোগে বরপেটা নিম্ন আদালতে হাজির জামিনে মুক্ত থাকা জিগ্নেশ মেয়োনী

আগামী ৫ আগস্ট পরবর্তী শুনানি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : অসম পুলিশের মহিলা কনস্টেবলের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে গুজরাটের কংগ্রেস বিধায়ক জিগ্নেশ মেয়োনীর বিরুদ্ধে। বর্তমান জামিনে মুক্ত থাকা বিধায়ক জিগ্নেশ মেয়োনী বরপেটা নিম্ন আদালতে মামলার শুনানিতে হাজির হয়ে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় আস্থা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত ২০২২ সালের ২১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে টুইট করার ফলে গুজরাট থেকে বিধায়ক জিগ্নেশ মেয়োনীকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যে নিয়ে এসেছিল অসম পুলিশ। কোকরাঝাড় জেলার ভবানীপুর গ্রামের বিজেপি কর্মী অনুপ কুমার দের এজাহারের ভিত্তিতে গুজরাট থেকে এই কংগ্রেস বিধায়ককে গ্রেফতার করা হয়েছিল এরপর আদালতে হাজির করানোর পর তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে ৩০ এপ্রিল এই মামলার ক্ষেত্রে জামিন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরই এই বিধায়কের বিরুদ্ধে মহিলা কনস্টেবলকে অশালীন ব্যবহার তথা যৌন হেনস্তার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়। এক্ষেত্রে ফের একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। দুটি মামলার ক্ষেত্রে জামিন পেতে সক্ষম হয়েছিলেন গুজরাটের কংগ্রেস বিধায়ক জিগ্নেশ মেয়োনী।

মহিলা পুলিশের অশালীন ব্যবহার করার মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সোমবার বরপেটা নিম্ন আদালতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক জিগ্নেশ মেয়োনী বলেন বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ায় তার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। গুজরাটের কংগ্রেস বিধায়ক বলেন এই মামলার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায় পাবেন। তিনি বলেন সারাদেশের প্রত্যেক নাগরিক যাতে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় উচিত বিচার পান সেটাই তার মনোকামনা। বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকার জন্য তিনি এই শুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বরপেটা এসেছেন বলে বলে জানান। বিধায়ক জিগ্নেশ মেয়োনী বলেন এই মামলায় ইতিমধ্যে অভিযোগনামা দাখিল করা হয়েছে। বর্তমান আদালতের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য তাকে ডাকা হলে তিনি ফের আসবেন বলে উল্লেখ করেছেন গুজরাটের কংগ্রেস বিধায়ক। আদালতে হাজির হওয়া জিগ্নেশ মেয়োনীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপ সভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার উল্লেখ্য আগামী ৫ আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানের দিন ধার্য করেছে বরপেটা নিম্ন আদালত।

নিজেদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলতে ফের একবার অসমীয়দের প্রতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এক কালে অসমীয়ারা সর্বাধিক কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : ইতিমধ্যে রাজ্যে অসমীয়া এবং মিয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে এক অভিনব বাক বিতান্ডার সৃষ্টি হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন রাজ্যে মিয়াদের সঙ্গে অসমীয়দের প্রতিযোগিতা করতে হবে কিন্তু সেটা হবে কর্মসংস্কৃতি নিয়ে প্রতিযোগিতা। এই সংক্রান্তে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমীয়াদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠা অত্যন্ত প্রযোজেন। এটা না হওয়ার ফলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হিংসা না করে তাদের সঙ্গে কর্মসংস্কৃতির প্রতিযোগিতা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য অসমীয়া সম্পর্কে বদরুদ্দিন আজমলের কটাক্ষ অসমীয়াদের অপমান হিসেবে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছিলেন আজমলের বক্তব্যের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। তবে এই প্রতিশোধ কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে নিতে হবে। ফলে অসমীয়দের যেকোনো কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এবার ফির একই বিষয়ে সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমীয়ারা বাস চালান না, ফার্মেসিতে কাজ করেন না, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানও হতে চান না অসমীয়ারা, আয়ুর্বেদিক ডাক্তারও হতে চাইছে জাতি। এমনকি বর্তমান ডাক্তারের পাঠ্যক্রমের আসন দখল করার ক্ষেত্রেও অসো মেয়েরা পিছিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গ্রামীন এলাকায়ও অসমীয়দের হাত থেকে চলে যাচ্ছে নানা ব্যবসা। এই ধরনের পরিস্থিতি হলে এই জাতি কতদিন আর জীবিত থাকবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। ফলে কর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসমীয়দের এগিয়ে আসতে হবে নিজেদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রযোজেনীয়তা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অসমীয়দের জমিতে চাষ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই বিষয় নিয়ে গ্রাম শহরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। তাছাড়া এক্ষেত্রে এক দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রযোজেনীয়তা রয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন নিম্ন অসম তথা গুয়াহাটি মহানগর মূলত খারুপেটিয়া শাক সবজির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে এই শাক সবজি গুলোতে ব্যাপকভাবে সারের ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বর্তমান সময়ে ব্যাপক ধরনের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে প্রত্যেকের কিডনি লিভারের অসুখ বাড়ছে। বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন আমজনতা। কিন্তু নিজেদের বাড়িতে চাষযোগ্য জমি থাকলেও অসমীয়ারা সেটা করেন না বলে আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন জমি থাকলেও অসমীয়ারা চাষ করবেন না। বিষাক্ত সার ঢাকা সেই শাক সবজির উপর কারো বিশ্বাস নেই। শাক সবজির দাম বৃদ্ধি পেলেও প্রত্যেকে বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই দাম তিনি কমাতে পারছেন না বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি অনুরোধ করলেও সেটা তারা শুনেন না। কারণ সেই ব্যক্তিরা তাকে ভোট দেন না। এর জন্য এর জন্য তারা কথা শুনতেও রাজি নন। এটা এক জটিল সমস্যা। ফলে রাজ্যের প্রত্যেক দল, সংগঠন, নামঘর বিভিন্ন কমিটি প্রত্যেকে মিলেমিশে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গুয়াহাটি মহানগরের দুই থানায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে এজাহার

মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ দ্যা আসাম সিভিল সোসাইটির

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) : অসমে অব্যাহত রয়েছে এক নতুন বিতর্ক। অসমীয়া এবং মিয়া বিতর্কে বর্তমান তোলপাড় সারা রাজ্য। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে ইতিমধ্যে এক অভিনব বাক বিতান্ডার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এবার এই বিতর্ক এজাহার রূপে মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় পৌঁছে গেছে। গুয়াহাটি মহানগরের দুই থানায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল হয়েছে। লতাশিল থানায় এজাহার দাখিল করেছে সিপিআইএম এবং দিশপুর থানায় রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এজাহার দাখিল করেছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সিপিআইএম এর এজাহারে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আজমলের বিরুদ্ধে হেইট স্পীচ দেওয়ার অভিযোগ এনেছে দলটি। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করেছে দ্যা আসাম সিভিল সোসাইটি। মূলত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অসমীয়া এবং মিয়া সম্পর্কে দেওয়া মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের বিরোধী পক্ষের একাংশ রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি সারা দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বনামধন্য নেতারা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তবে এবার শুধুমাত্র প্রতিবাদ কিংবা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ নয় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় এজাহার দাখিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সোমবার সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে মহানগরের লতাশিল থানায় এজাহার দাখিল করেছেন দলটির অসম রাজ্য কমিটির সচিব সুপ্রকাশ তালুকদার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইফতিকার রহমান। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে এই এজাহার দাখিল করেছে দলটি। তাছাড়া সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া নিজস্বভাবে দিশপুর থানায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য এদিন মঙ্গলদৈ সদর থানায় একটি পৃথক এজাহার দাখিল করেছে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদ। সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে দাখিল করা এজাহারে মূলত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মিয়া শাকসবজি ব্যবসায়ী নিয়ে করা বক্তব্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের জন্য দোষারোপ করেছে সিপিআইএম। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্তে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো সাম্প্রদায়িক বক্তব্য তুলে ধরেছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছে দলটি। অন্যদিকে দিশপুর থানায় এজাহার দাখিল করে রাজ্যসভায় সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া বলেন সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বক্তব্য প্রদান করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে পুলিশ নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এর কোনো পরোয়া করেন না বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। রাজ্যসভার সাংসদ বলেন মুখ্যমন্ত্রীর ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের বক্তব্য তুলে ধরছেন। কিন্তু সম্প্রতি এক বিশেষ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তিনি যে ধরনের মন্তব্য করেছেন সেটা সমাজকে টুকরো টুকরো করে শুধুমাত্র ভাগ করা নয়, সংবিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নয় দেশের ঐক্য এবং সংহতি বিনষ্ট করার প্রয়াস করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে এক ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এক সাংবিধানিক পদে থাকা তার কথাবার্তা গুলো উগ্র সাম্প্রদায়িক বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাজ্যসভায় সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া। এদিকে এদিন গুয়াহাটি প্রেসক্লাবে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে দ্যা আসাম সিভিল সোসাইটি মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সংগঠনটি সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী বলেন অসমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল অসমীয়া এবং মিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেওয়া বক্তব্য অতি দুর্ভাগ্যজনক এবং প্ররোচনামূলক। ফলে দ্যা আসাম সিভিল সোসাইটি এর তীব্র বিরোধিতা করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী বলেন এক্ষেত্রে তথাকথিত প্রতিপক্ষের ভূমিকায় থাকা মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে গোরা ধর্মীয় বক্তব্য প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রীকে সুবিধা প্রদান করেছেন। যেটা দুজনের উগ্র ধর্মান্ধতা এবং নিম্ন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত স্বার্থ যুক্ত অভিসন্ধি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। দেশের এক সাংবিধান উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জনসমক্ষে করা এই মন্তব্য সমাজে ঘৃণা বিদ্বেষ, মনোমালিন্য তথা শত্রুতা ছড়িয়ে দিয়ে দুটি কিংবা ততধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র বলে দ্যা আসাম সিভিল সোসাইটি মনে করছে। সংগঠনটির সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী এটার নিন্দা জানিয়ে বলেন এই ধরনের বক্তব্য দুটা সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে রাজ্যে শান্তি ভঙ্গ করার ষড়যন্ত্র। এটা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ এ ধারা ভঙ্গ। ফলে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে প্রশাসন এক মামলা রজ্জু করা প্রযোজেন অন্যথা এটা আদালতের অবমাননা করা হবে বলে গণ্য করা হবে। ফলে প্রত্যেককে ধৈর্য প্রদর্শন করে প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদগামী জন স্বার্থ বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী।

পদ্মের গড়ে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের পথে এগিয়ে চলেছে

মালদা : পদ্মের গড়ে সবুজ ঝড়ে মুছে সাফ বিজেপি । মালদা জেলার বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা হবিবপুর এবং বামনগোলা ব্লকে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের পথে এগিয়ে চলেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুর ব্লকের ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল । পাশাপাশি বামনগোলা ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫টি পঞ্চায়েতে দখল করতে চলেছে শাসকদল তৃণমূল . এছাড়াও মালদা জেলার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে রাখতে চলেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিভিন্ন ব্লকে ভোট গণনা শুরু হতেই তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তাশা , ব্যান্ডপার্টি , ঢাক বাজিয়ে সবুজ আবিরে শাসকদলের কর্মী, সমর্থকেরা বিভিন্ন এলাকার ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে মাইকে একটার পর একটা গ্রাম পঞ্চায়েত আসন তৃণমূলের দখলে যাওয়ার কথা ঘোষণা হতেই চরম উচ্ছাস তৈরি হয়। দলের নেতা, কর্মী , সমর্থকদের মধ্যে ফুলের মালা দিয়ে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বরণ করেন দলীয় কর্মী , সমর্থকেরা। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এই ধরনের ফলাফল আমরা আগে থেকে আশা করেছিলাম । কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প এই ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে মানুষের মধ্যে জোয়ার এনে দিয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নবজোয়ার কর্মসূচিতেও মানুষ দুইহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে । ফলে মালদা জেলায় তৃণমূল ভালো ফল করবে সেটা সাধারণ মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে । বিরোধীদের এখানে কোন জায়গা নেই । উল্লেখ্য , বিজেপির গড় হিসাবে পরিচিত হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি বিধায়ক রয়েছেন বিজেপি জুয়েল মুর্মু। এছাড়াও হবিবপুর এবং বামনগোলা ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল বিজেপি দখলে । পাশাপাশি এই দুটি ব্লকে দুটি পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির দখলে ছিল । কিন্তু এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে রাখায় রীতিমতো অসস্তিতে পড়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যে হবিবপুর এবং বামনগোলা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ের পথে এগোচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। শেষ পাওয়া খবরে হবিবপুরের ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে চলেছে তৃণমূল । পাশাপাশি বামনগোলা ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে চলেছে তৃণমূল। এই দুটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে আসবে এমনটাই দাবি করেছেন দলের জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দেখেই মানুষ দুইহাত তুলে তৃণমূলকে আশীর্বাদ করেছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ারের কর্মসূচির ফলেও মানুষ তৃণমূলকে বেছে নিয়েছে। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি জানিয়েছেন , এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে সন্ত্রাস চলেছে, তাতে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। এখন ওরা মুখে বড় বড় কথা বলছে।

শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান সৌদ শাকিল

গল ঃ গলে কাল ৫ উইকেটে ২২১ রানে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল পাকিস্তান। ৬৯ রানে সৌদ শাকিল ও ৬১ রানে আগা সালমান অপরাজিত ছিলেন। তখনই আন্দাজ করা গিয়েছিল, আজ তৃতীয় দিনে এই জুটির মধ্যে কেউ টিকে গেলে ভুগতে হবে শ্রীলঙ্কাকে। ঘটলও ঠিক তাই।

সৌদ শাকিলের রেকর্ড গড়া ডাবল সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসেই ১৪৯ রানের লিড নিয়ে ৪৬১ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কা নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ১৪ রান তুলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে। পাকিস্তানের চেয়ে এখনো ১৩৫ রানে পিছিয়ে শ্রীলঙ্কা।

সকালের সেশনে আগা সালমানকে (৮৩) তুলে নেন রমেশ মেন্ডিস। তাতে সৌদ শাকিল এবং তাঁর ১৭৭ রানের জুটি ভেঙে যায়। এরপর নোমান আলীর সঙ্গে ৫২ রানের জুটি গড়া শাকিল টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নেন মাত্র ১২৯ বলে। সেটাই পরে ডাবল বানিয়ে রেকর্ড গড়েন এই বাঁহাতি ওপেনার। শ্রীলঙ্কার মাটিতে পাকিস্তানের কোনো ব্যাটসম্যানের এটাই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি।

৩৬১ বলে ২০৮ রানের ইনিংস খেলা পাকিস্তানি ওপেনারকে শ্রীলঙ্কার বোলাররা আউট করতে পারেননি। রেকর্ড গড়ার পথে ২০১২ সালে কলম্বো টেস্টে মোহাম্মদ হাফিজের ১৯৬ রানের ইনিংসকে পেছনে ফেললেন শাকিল। টেস্টে পাকিস্তানের ২৩তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরির পথে আরও একটি কীর্তি গড়েছেন শাকিল। মাত্র ৬ টেস্টের ক্যারিয়ারে এটি তাঁর ১১তম ইনিংস। পাকিস্তানের কোনো ব্যাটসম্যানই টেস্টে ১১তম ইনিংস পর্যন্ত এসে শাকিলের মতো এত রান (৭৮৮) করতে পারেননি। এর আগে ১১তম ইনিংস পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রান ছিল আবদুল্লাহ শফিকের (৭২০)।

পাকিস্তানের লোয়ার অর্ডারের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে শ্রীলঙ্কার ফিল্ডারদের বিরক্তি বাড়িয়েছেন শাকিল। পেসার নাসিম শাহকে নিয়ে নবম উইকেটে ২৪৩ বলে ৯৪ রানের জুটি গড়েন শাকিল। এই জুটিতে শাকিলের অবদান ১৬৫ বলে ৭০, আর নাসিম ৭৮ বলে ৬ রানের মহামূল্যবান ইনিংস খেলেন।

আবরার আহমেদের সঙ্গে দশম উইকেটেও ২৭ বলে ২১ রানের জুটি গড়েন সৌদ। ২০২১ সালের ৮ মে আবিদ আলীর পর শাকিলের সৌজন্যে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি দেখল পাকিস্তান ক্রিকেট।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ১৩৬ রানে ৫ উইকেট নেন রমেশ মেন্ডিস।

জাপানের সুমাইয়াকে নিয়ে এশিয়াড ফুটবলে মেয়েদের দল

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ এশিয়ান গেমসের জন্য গতকাল ছেলেদের দল ঘোষণা করেছে বাফুফে। গেমসের কাছাকাছি সময়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও এএফসি কাপে খেলবে বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনী লিমিটেড। তাই শেখ মোরছালিন, আনিসুর রহমান, তারিক কাজী ও মোহাম্মদ হৃদয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মেয়েদের দল নিয়ে তেমন সংকট নেই। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে চীনের হাংঝুতে হতে যাওয়া এশিয়ান গেমসে এই প্রথম বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল অংশ নেবে পুরো শক্তি নিয়েই।

জাপানে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা স্ট্রাইকার মাতসুশিমা সুমাইয়াকে নিয়ে কাল ২২ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে বাফুফে। সুমাইয়ার মাত্রই অভিষেক হয়েছে বাংলাদেশ দলে। নেপালের সঙ্গে ১৩ ও ১৬ জুলাই দুই ম্যাচের প্রীতি সিরিজে বদলি হিসেবে নামেন তিনি। এই প্রথম সুমাইয়া বাংলাদেশের বাইরে কোনো প্রতিযোগিতায় সাবিনা খাতুনদের সঙ্গী হবেন।

দলে আছেন সব পরিচিত মুখই। গোলরক্ষক রূপনা চাকমার সঙ্গে সাথি বিশ্বাস ও স্বর্ণা রানী। রক্ষণে নিলুফা ইয়াসমিন, শিউলী আজিম, আনাই মগিনী, শামসুন্নাহার (বড়), মাসুরা পারভীন, আফিদা খন্দকার, সুরমা জান্নাত। মাঝমাঠে ঋতুপর্ণা চাকমা, শামসুন্নাহার (ছোট), স্বপ্না রানী, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা। আক্রমণে মার্জিয়া, সানজিদা আক্তার, কৃষ্ণা রানী, তহুরা খাতুন, সাবিনা খাতুন, শাহিদা আক্তার ও মাতসুশিমা সুমাইয়া।

'আমি এক পরাজিত কোচের কাছে আটকা পড়েছিলাম' সাম্পাওলির ওপর ভিদালের ক্ষোভ

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ হোর্হে সাম্পাওলির সঙ্গে আর্তুরো ভিদালের সম্পর্ক বেশ পুরোনো। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চিলির কোচ ছিলেন সাম্পাওলি। তাঁর অধীনেই ২০১৫ সালে কোপা আমেরিকা জেতে চিলি। সে সময় সাম্পাওলি ভিদালের সম্পর্ক বেশ উষ্ণই ছিল। কিন্তু এ বছর থেকে সেটা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ, জুভেন্টাস ও ইন্টার মিলানের সাবেক মিডফিল্ডার ভিদাল এখন খেলছেন আথলেতিকো পারানায়েনসেতে। পরশু রাতে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির হয়ে অভিষেক হয়েছে তাঁর। অথচ কদিন আগেও তিনি ব্রাজিলের আরেক ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রিও ডি জেনিরোর ক্লাবটির চুক্তির মেয়াদ আরও ৫ মাস বাকি ছিল। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার চুক্তি বাতিল করেন। পরদিন শুক্রবার যোগ দেন পারানায়েনসেতে। প্রশ্ন উঠতে পারে, চুক্তির মেয়াদ বাকি থাকলেও ভিদালের হঠাৎ ক্লাব পরিবর্তনের কারণ কী? উত্তরটা ভিদাল নিজেই দিয়েছেন। যে সাম্পাওলি একসময় চিলির কোচ ছিলেন, গত এপ্রিল থেকে সেই সাম্পাওলিকে ফ্ল্যামেঙ্গোর কোচ হিসেবেও পেয়েছিলেন ভিদাল। ৩৬ বছর বয়সী মিডফিল্ডার তখন হয়তো ভেবেছিলেন, তাঁর প্রতি আগের মতোই আস্থা রাখবেন আর্জেন্টাইন কোচ। কিন্তু ফ্ল্যামেঙ্গোতে ভিদাল দেখেছেন সাম্পাওলির ভিন্ন রূপ। তাঁকে ম্যাচের পর ম্যাচ বসিয়ে রেখেছেন সাম্পাওলি। যে কটি ম্যাচে মাঠে নামিয়েছেন, সেগুলোর একটিতেও পুরো ৯০ মিনিট খেলাননি। একপর্যায়ে ভিদালকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেন। সাম্পাওলির এমন অবমূল্যায়ন মেনে নিতে পারেননি ভিদাল। তাঁর হাত থেকে মুক্তি পেতেই শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যামেঙ্গো ছেড়ে পারানায়েনসেতে নাম লিখিয়েছেন। পরশু পারানায়েনসের হয়ে প্রথম ম্যাচটি খেলার পর নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে সাম্পাওলির ওপর তোপ দেগেছেন, 'এত দিন আমি এক পরাজিত কোচের কাছে আটকা পড়েছিলাম, যিনি জানেন না কীভাবে খেলোয়াড়দের সমাদর করতে হয়। আবার খেলতে পেরে ভালো লাগছে। আমি সব সময় মাঠে নামতে প্রস্তুত।' ফ্ল্যামেঙ্গোর হয়ে গত বছর কোপা দো ব্রাজিল ও কোপা লিবার্তাদোরেস জেতা ভিদাল পারানায়েনসেতেও ট্রফি এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'যা ঘটেছে, তা অতীত। এখন আমি খুশি। আশা করছি সামনের ম্যাচগুলোতে আমি শুরুর একাদশে থাকব। ক্যারিয়ারে যা কিছু করেছি, এখানেও সেটা করে দেখাতে চাই। আবার বিজয়ী হতে চাই।'

র‍্যাকেট ভাঙায় জরিমানা জোকোভিচের

লন্ডন ঃ একে তো উইম্বলডনের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজের কাছে হার, এর মধ্যেই আরও একটা দুঃসংবাদ পেলেন নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে মেজাজ হারিয়ে র‍্যাকেট ভাঙায় ৮ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে সার্বিয়ান এই তারকাকে।

কার্লোস আলকারাজে মুগ্ধ নোভাক জোকোভিচ গত রোববার উইম্বলডনের ফাইনালে স্পেনের কার্লোস আলকারাজের কাছে ১-৬, ৭-৬ (৮-৬), ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হেরে যান জোকোভিচ। ওই ফাইনালেরই পঞ্চম সেটে সার্ভিস পয়েন্ট হারানোর পর মেজাজ হারিয়ে নেটে র‍্যাকেট ছুড়ে মারেন ৩৬ বছর বয়সী সার্বিয়ান তারকা।

এ ঘটনার আগেই সময় নষ্ট করার জন্য একবার তাঁকে সতর্ক করেন আম্পায়ার টিম মার্ফি। এরপর র‍্যাকেট ভাঙায় সঙ্গে সঙ্গেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় রেকর্ড ২৩টি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা জোকোভিচকে। ম্যাচ শেষে তাঁকে এমন আচরণের জন্য জরিমানা করা হয় ৮ হাজার ডলার (প্রায় ৮ লাখ ৬৯ হাজার টাকা)।

জোকোভিচকে ডাকছে আরেকটি রেকর্ড ফাইনাল জিতলে ছেলেমেয়ে মিলিয়েই টেনিস ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ের রেকর্ডে মার্গারেট কোর্টের পাশে বসবেন জোকোভিচ উইম্বলডনে রানারআপ হয়ে জোকোভিচ প্রাইজমানি পেয়েছেন ১১ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড, বাংলাদেশের মুদ্রায় যা প্রায় ১২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সেখান থেকেই এই জরিমানার অঙ্ক কেটে রাখা হবে।

উইম্বলডনের আগে এই বছরের অন্য দুটি গ্র্যান্ড স্লামই (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেন) জিতেছেন জোকোভিচ। ২০ বছর বয়সী আলকারাজের এটি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় একক গ্র্যান্ড স্লাম। এর আগে তিনি গত বছর ইউএস ওপেন জিতেছেন।

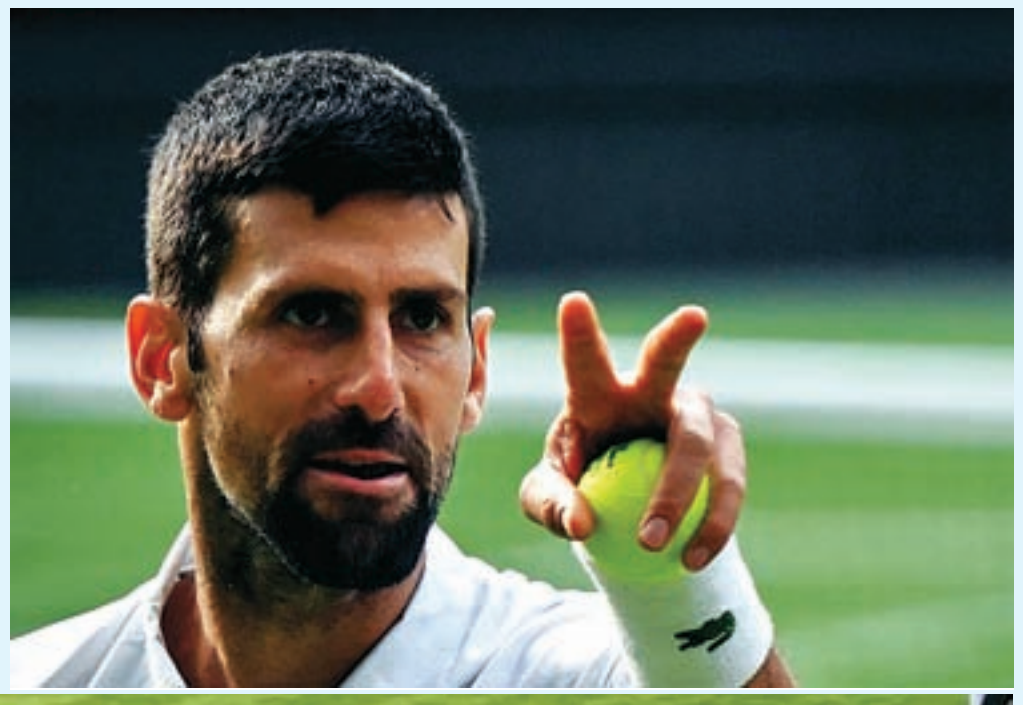

চীনে তরুণরা কেন চাকরি ছেড়ে 'পূর্ণকালীন সন্তান' হতে ঘরে ফিরে আসছে

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ কাজের চাপে নাজেহাল, অতিরিক্ত খাটুনিতে ক্লান্ত জুলি এপ্রিল মাসে তার চাকরিবাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বাবামায়ের কাছে 'পূর্ণকালীন সন্তান' হিসাবে ঘরে থাকতে। বেইজিংএ তিনি কম্প্যুটার গেম তৈরির কাজ করতেন।

এখন ২৯ বছর বয়সী জুলির সারাটা দিন কাটে বাসন ধুয়ে, বাবামায়ের জন্য রান্না এবং সংসারের আরও নানা কাজ করে। জুলির বাবামা তাকে প্রতি দিনের হাতখরচাটা জোগান। তারা জুলিকে মাসে দু হাজার ইউয়ান (২৮০ ডলার) বেতন দিতে চেয়েছিলেন। জুলি নেননি।

জুলি এই মুহূর্তে চাইছেন প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্তি। আমি ছিলাম আদতে একটা লাশ, যেটা শুধু হেঁটেচলে বেড়াত, তিনি বললেন।

চীনে একদিকে কর্মস্থলে অমানুষিক শ্রম, অন্যদিকে চাকরির বাজারের নিদারুণ হাল এই দুই কারণে দেশটির তরুণ সমাজ অভিনব জীবন বেছে নিচ্ছে।

জুলির মত তরুণতরুণীর সংখ্যা চীনে ক্রমশ বাড়ছে যারা নিজেদের নাম দিয়েছে 'পূর্ণকালীন সন্তান'। এরা বাবামায়ের আরামের সংসারে ফিরে যেতে চাইছে হয় অমানুষিক পরিশ্রমের পর কিছুদিন আরামআয়েষ করে দিন কাটাতে, নয়ত বাজারে চাকরি খুঁজে হন্যে হয়ে কিছুই না জোটাতে পেরে।

চীনে তরুণ প্রজন্মকে সবসময় বলা হয়েছে যে সাফল্য পেতে হলে, জীবনে জিততে হলে লেখাপড়ার জন্য অনেক খাটতে হবে, কঠিন পরিশ্রম করে ভাল ডিগ্রি পেতে হবে। এখন সেই প্রজন্ম মনে করছে জীবনযুদ্ধে তারা পরাজিত তারা একটা যাঁতাকলে আটকা পড়েছে। মে মাসে প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দেশটিতে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের বেশি কর্মহীন। ২০১৮ সালে কর্তৃপক্ষ এই তথ্য প্রকাশ শুরু করার পর থেকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেকারত্বের হার বর্তমানে সবচেয়ে বেশি। গ্রামীণ এলাকায় চাকরির বাজারের চিত্র এই পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তথাকথিত এই পূর্ণকালীন সন্তানদের অনেকেই বলেছেন তারা দীর্ঘমেয়াদে ঘরে বসে থাকতে চান না - এটা নিতান্তই সাময়িক - তাদের জন্য এটা শুধুই আরাম করার জন্য কিছুটা সময় বেছে নেওয়া, সেই সময় সামনের কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে ভাবা এবং ভাল চাকরি খোঁজা। কিন্তু এটা বলা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়। জুলি গত দু সপ্তাহে এপর্যন্ত চাকরির সন্ধানে ৪০টির বেশি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন মাত্র দু জায়গা থেকে।

চাকরি ছাড়ার আগে কাজ পাওয়া ছিল কঠিন, এখন চাকরি ছাড়ার পর তা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে, তিনি বলছিলেন।

চীনে কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখার ব্যাপারটা এতটাই কঠিন যে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা শ্রম দিয়ে দম ফুরিয়ে যাওয়া প্রাপ্তবয়স্করাই যে দেশটির পূর্ণকালীন সন্তান হয়ে উঠছেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চীনে কর্মসংস্কৃতিকে প্রায়ই ব্যাখ্যা করা হয় প্রচলিত ৯৯৬ নামে - অর্থাৎ সেখানে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় সপ্তাহে ৬ দিন।

চেন ডুডুও একজন পূর্ণকালীন কন্যাসন্তান হয়েছেন। এবছরের গোড়ার দিকে আবাসন শিল্প খাতে তার চাকরি থেকে তিনি ইস্তফা দেন। খাটতে খাটতে ক্রমশ তার দম ফুরিয়ে আসছিল এবং কাজে তার যথেষ্ট মূল্যায়নও করা হচ্ছিল না। ২৭ বছর বয়সী চেন ডুডু বলছিলেন, বাসভাড়া দেবার পর তার হাতে খরচের অর্থ আর প্রায় কিছুই থাকত না।

যখন তিনি দক্ষিণ চীনে তার বাবামায়ের বাড়িতে ফিরে যান, মিজ চেন বলেন, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্তের মত জীবন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে উদ্বেগ তাকে গ্রাস করতে শুরু করে। তিনি বলেন মাথার ভেতর তিনি স্পষ্ট দুটো কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলেন ঃএকটা কণ্ঠ বলছিল এধরনের বিশ্রাম একটা বিরল বিলাসিতা, কাজেই এটা উপভোগ করে নাও। অন্য কণ্ঠটা বলছিল এরপর কী করবে সেটা ভাবতে শুরু করো।

মিজ চেন এরপর তার নিজের ব্যবসা শুরু করেন। তিনি বলেন আমার ওই বিশ্রামের দিনগুলো যদি আরও লম্বা হতো, আমি কিন্তু সত্যিই পরজীবী হয়ে যেতাম।

জ্যাক ঝেং সম্প্রতি চীনের বিশাল প্রযুক্তি কোম্পানি টেনসেন্ট থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন তাকে প্রতিদিন কাজের সময়ের বাইরে কাজ সংক্রান্ত প্রায় ৭০০০ টেক্সট মেসেজের উত্তর দিতে হতো। ৩২ বছর বয়সী এই প্রযুক্তি কর্মী বলছেন এটা অদৃশ্য একটা ওভারটাইম - কারণ আপনার কাছে কাজ চাওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার বিনিময়ে কোন অর্থ দেয়া হচ্ছে না। অবশেষে তিনি কাজ ছাড়তে বাধ্য হন কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তিনি ফলিকিউলাইটিস রোগের শিকার হন। এটা একধরনের চর্মরোগ - মানসিক চাপ থেকে এই রোগে চুলের গোড়ায় প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

তবে মি. ঝেং এরপর একটা ভাল চাকরি পেয়েছেন, যদিও তিনি বলছেন তার আশেপাশে অন্যরা তার মত ভাগ্যবান হননি। অনেকেই মনে করেন তারা তথাকথিত ৩৫-এর অভিশাপএর শিকার। চীনের মানুষ ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করে যে দেশটির চাকুরিদাতারা ৩৫এর বেশি বয়সীদের কাজ দিতে চায় না- তারা বরং চায় তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কারণ তাদের ওপর খরচ কম তাদের বেতন দিতে হয় কম।

তিরিশের মধ্য কোঠায় যাদের বয়স তাদের জন্য এটা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ - একদিকে বেশি বয়সের কারণে বৈষম্য অন্যদিকে চাকরির বাজারে মন্দা - যা তাদের জন্য শাঁখের করাত। তাদের মাথার ওপর হয় রয়েছে বাড়ি কেনার জন্য নেয়া বন্ধকের বোঝা, নয়ত এই বয়সে কেউ কেউ বিয়ে করে সংসার পাতার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যেও কম হতাশা নেই। তারাও এতটাই হতাশ যে অনেকে ইচ্ছে করে পরীক্ষা ফেল করছে যাতে স্নাতক হওয়াটা পেছিয়ে দেয়া যায়।

গত কয়েক সপ্তাহে চীনের সামাজিক মাধ্যম ছেয়ে গেছে গ্র্যাজুয়েট হওয়া শিক্ষার্থীদের ভিন্নধর্মী নানা ছবিতে। ছবিতে সাফল্যে উল্লাস প্রকাশের বদলে সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। কিছু ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্নাতক উপাধি নেবার বিশেষ গাউন পরে আর গ্র্যাজুয়েট টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে তারা মাটিতে সটান শুয়ে আছেন, কোন কোন সদ্য স্নাতকরা ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে তাদের হাতে সার্টিফিকেট ধরা আছে আবর্জনার বিনের ঠিক উপরে, যেন সেটা এখুনি ময়লার ঝুড়িতে ফেলা হবে।

এক সময়ে চীনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন বড়লোকের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু ২০১২ থেকে ২০২২এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৩০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯.৬এ। কারণ প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে উন্নত সুযোগ পাবার জন্য ডিগ্রি অর্জনকে সেই জগতে পা রাখার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিঁড়ি বলে মনে করতে শুরু করে বহু তরুণ। কিন্তু চাকরির বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায় তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা রূপ নেয় চরম হতাশায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আরও এক কোটি ১৬ লাখ নতুন স্নাতক এখন চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় নামায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠবে।

পরিস্থিতি বেশ খারাপ। মানুষ ক্লান্ত এবং অনেকেই বিকল্প পথ খুঁজছে। মানুষের মধ্যে তীব্র হতাশা তৈরি হয়েছে, বলছেন মিরিয়াম উইকার্টসহেইম। তিনি ডাইরেক্ট এইচআর নামে শাংহাই-ভিত্তিক একটি নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

কোভিডের পর চীনে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার অপ্রত্যাশিত শ্লথ গতি বেকারত্ব এত বাড়ার প্রধান কারণ বলে মনে করেন ব্রুস প্যাং, যিনি জোন্স ল্যাং লাসালে নাামে একটি সংস্থায় বৃহত্তর চীন বিষয়ক প্রধান অর্থনীতিবিদ।

কোন কোন কর্মদাতা নতুন স্নাতকদের চাকরি দিতে অনাগ্রহী যারা ক্রমাগত কোভিড লকডাউনের কারণে অতীতের গ্র্যাজুয়েটদের তুলনায় কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে খুবই কম। কর্মদাতারা এই চাকরি প্রত্যাশীদের দেখছেন শুধু ডিগ্রির কাগজধারী হিসাবে বলছেন মি. প্যাং।

চীনের পেশাদার তরুণরা যেসব শিল্পখাতে কাজ করতে বেশি উৎসাহী সেই খাতগুলোর ওপর চীনা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি দমননীতি চালানোয় তার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে চাকরির বাজারে। বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ, প্রশিক্ষণ খাতের ওপর বিধিনিষেধ এবং বেসরকারি শিক্ষা খাতে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা এই সব কিছুর কারণে অনেক চাকরি এখন বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে।

চীনের সরকার এসব সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, কিন্তু তারা এটাকে বড় কোন সমস্যা হিসাবে দেখাতে চায় না।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মে মাসে চীনা নেতা শি জিনপিংকে উদ্ধৃত করে বলা হয় তিনি তরুণ প্রজন্মকে তেতো ওষুধ গেলার আহ্বান জানিয়েছেন। ম্যান্ডারিন ভাষায় যার অর্থ কষ্ট সহ্য করো।

ইতোমধ্যে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম বেকারত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক পত্রিকা ইকনমিক ডেইলির এক সম্পাদকীয়তে গত সপ্তাহে নতুন একটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ধীরেসুস্থে কর্মসংস্থান। লেখা হয়েছে কিছু তরুণ চীনা যদিও সত্যিই বেকার, কিন্তু বাকিদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে আস্তে ধীরে সময় নিয়ে কাজে যোগ দিতে চাইছে।

এই পরিভাষার উৎস কোথা থেকে তা স্পষ্ট নয়, তবে চায়না ইয়ুথ ডেইলিতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লেখা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এরকম স্নাতকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে যারা পাশ করেই চাকরি খুঁজছে না, বরং তারা এজন্য সময় নিচ্ছে, অনেকে পাশ করার পর বেড়াতে যাচ্ছে বা অল্প সময়ের জন্য শিক্ষকতার কাজ নিচ্ছে। চীনা জনগণকে বলা হয় এটাই হল স্লো এমপ্লয়মেন্ট বা ধীরেসুস্থে কর্মসংস্থানের ধারা।

এখন তাদেরও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে যারা চাকরি পায়নি, বা লেখাপড়া আরও চালিয়ে যেতে চাইছে কিংবা নতুন কিছু শিখছে বা পাশ করে বেরনর আগে গ্যাপ ইয়ার বা এক বছরের বিরতি নিচ্ছে। চাকরির বাজার যত খারাপই হোক না কেন, পত্রিকায় তরুণদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যেন কঠিন শ্রমে উদ্যোগী হয় এবং কিছু একটা করে - আর সেটা করলে তাদের বেকার থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

তবে বর্তমানে চাকরির বাজারের যে দুরাবস্থা, তাতে আস্তে ধীরে কাজ নেয়ার নতুন এই পরিভাষা এবং পরামর্শ কোনটাই মানুষ ভালভাবে নিচ্ছে না। সরকার যে বেকারত্বের উঁচু হার মানতে চায় না তাতে কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছে, অনেকে আবার এটা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ছাড়ছে না।

চীনারা নতুন শব্দ উদ্ভাবনে দারুণ পারদর্শী, চীনের জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম ওয়েইবোতে মন্তব্য করেছেন এক ব্যক্তি। আমরা অবশ্যই বেকার, কিন্তু কর্মকর্তারা দারুণ একটা পরিভাষা বের করে ফেলেছেন 'স্লো এমপ্লয়মেন্ট'। কাজ খোঁজার এই সময়কাল কতটা ধীরগতির হবে? কয়েক মাস নাকি কয়েক বছর? তিনি ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন তুলেছেন।

চীনে ইনস্টাগ্রামের সমতুল্য মাধ্যম জিয়াওহংশু ব্যবহারকারী একজন লিখেছেন এই নতুন পরিভাষা চাকরি পাওয়ার দায়িত্বটা হঠাৎ করেই তরুণদের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছে।

বেকারত্ব মানে বেকারত্ব। যেটার যে নাম। এটা বেকারত্ব ছাড়া আর কী! বলছেন শাংহাই ইনস্টিটিউট অফ ফাইনান্স অ্যান্ড ল'র একজন গবেষক নিই রিমিং।

এমন তরুণতরুণী নিশ্চয়ই আছে যারা একটা চাকরি ছেড়ে পরের চাকরি শুরুর আগে লম্বা ছুটি নিতে চাইছে, কিন্তু আমি মনে করি বর্তমানে যারা বেকার তাদের বিশাল একটা অংশ কাজ পেতে মরিয়া, কিন্তু তারা কাজ পাচ্ছে না।

টুকরো খবর

সাংসদ, বিধায়ক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা মালদায় পুনঃভোটের দাবি জানিয়েছেন

মালদা ঃ প্রশাসনের মদতে নির্বাচনের পর স্ট্রং রুম থেকে সরানো হয়েছে ব্যালট বক্স, এই অভিযোগ তুলে গাজোলে ডিসিআরসি সেন্টারে স্ট্রং রুমের সামনে ধরনায় বসলেন সাংসদ থেকে বিধায়ক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ডিসিআরসি সেন্টারে। গাজোলের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রি পোলের দাবি তুললেন সাংসদ

ফইদইবাড়ি এলাকার একটি বাড়ির শৌচালয় থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

শিলিগুড়ি ঃফইদইবাড়ি এলাকার একটি বাড়ির শৌচালয় থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম রতন পাল, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। সোমবার ওই শৌচালয় থেকে দুর্গন্ধ পায় স্থানীয়রা। শৌচালয়ের দরজা ভেঙে তাকে মৃত অবস্থায় পায় তারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা চুমকি মন্ডল শীল বলেন শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বিকেল পর্যন্ত তাকে দেখা গিয়েছিল। এই কয়েকদিন তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন। এদিন সকালে তার দেহ উদ্ধার হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু ধূপগুড়িতে, আক্রান্ত ভিলেজ পুলিশ অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু ধূপগুড়িতে।ভোট গণনা এখনো শেষ হয়নি, ভোট গণনা চলাকালীন আক্রান্ত ভিলেজ পুলিশ অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মীরা বেধড়ক মারধর করল এক ভিলেজ পুলিশকে।ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝড়া দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিক শোভা এলাকায়।ঘটনার গুরুতর জখম ভিলেজ পুলিশকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।আহত ভিলেজ পুলিশ কর্মীর নাম বিপুল রহমান। অস্বীকার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ,ওই এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিজয় উল্লাস করছিল।সেই সময় তৃণমূলের এক নেতার বাড়ির সামনে বাজি পটকা ফাটানো হচ্ছিল।যা নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভিলেজ পুলিশ।সেই সময় তার উপর আক্রমণ করা হয় তাকে ব্যাপক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।পুলিশ সূত্রে খবর ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা চন্দন দত্ত বলেন, ওই ভিলেজ পুলিশ সরাসরি তৃণমূলের হয়ে কাজ করে। ভিলেজ পুলিশ কটুক্তিকর মন্তব্য করায় এলাকার উত্তপ্ত হয়ে এই ঘটনা ঘটে।এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং বলেন, বিজেপি হেরে যাওয়ার ভয়ে এটা করেছে।একজন সরকারি কর্মচারীর গায়ে হাত দিয়েছে কোন রকম রেহাই পাবে না। পুলিশকে বলেছি দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে।

ছাতা মাথায় জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের গেটের বাইরে মানুষের ভিড়

জলপাইগুড়ি ঃ সকাল থেকে বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের সদর ব্লকের। কাউন্টিং সেন্টার। আর এই কলেজের মধ্যেই রয়েছে স্ট্রংরুম। ছাতা মাথায় বহু মানুষ গেটের বাইরে লাইনে। কাউন্টিং সেন্টারে প্রবেশের জন্য ভোর থেকে দীর্ঘ লাইন।কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশেরকরাকরি কাউন্টিং সেন্টার চত্বরে। তবে ছাতা মাথায় বহু মানুষের ভিড় জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজ কাউন্টিং সেন্টার গেটের বাইরে।

বি ডি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গণনায় শাসক দল কে সুবিধা করে দেবার, তাই নিয়ে উত্তেজনা

আলিপুরদুয়ার ঃগননা হয়ে যাবার পর যে সমস্ত আসনে বিজেপি জিতেছে, সেই সব আসনে কুমারগ্রামের বি ডি ও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুনঃ গননা করাচ্ছেন, এমনটাই অভিযোগ কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ কুমার ওঁরাও এর। তার দাবি, যদি চক্রান্ত করে বিজেপি কে হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা ছেড়ে কথা বলবে না। এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় বারোবিশা হাই স্কুলের গননা কেন্দ্রের সামনে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থীকে ৬০০ ভোটে জয়ী করিয়ে দলের খুঁটি শক্ত রাখলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

মালদা ঃনিজের বাড়ির এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থীকে ৬০০ ভোটে জয়ী করিয়ে দলের খুঁটি শক্ত রাখলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে আমার বাড়ির এলাকাতেই নাকি তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয় হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। আমার বাড়ি কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩২ নম্বর বুথে। সেই ২৩২ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী মুসকান আকতারি ৬০০ ভোটে জয়ী হয়েছেন। আর যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছে সেটা ২৮ নম্বর আসন, কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েত নয়াবস্তি এলাকা। সেখানে আমার বাড়ি নয়। সেটা অবশ্য আমার মোথাবাড়ি বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই বিধানসভা কেন্দ্রের আমি তৃণমূল দলের বিধায়ক। নির্বাচনের জন্য মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আমাকে ওই এলাকার ভোটার হয়েছিলাম। কিন্তু আমি বাড়ি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। পাশাপাশি কালিয়াচক ১ এবং কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েত বিপুল সংখ্যায় আসন পেয়ে পঞ্চায়েত গঠন করতে চলেছে তৃণমূল। উল্লেখ্য , মঙ্গলবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনা শুরু হতেই একের পর এক ব্যালোট বাক্স থেকে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়জয়কার হতে শুরু করে। মালদা জেলায় ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই দখলের পথে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল। রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের যেখানে বাড়ি, সেই সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৩২ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী মুসকান আখতারী ৬০০ ভোটে জয়ী হয়েছেন । এই এলাকাটি কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এখানে মোট ৩০ টি আসন রয়েছে । দ্বিতীয় দফার গণনা শেষ হতেই এখানে কুড়িটি আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। ফলে কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করতে চলেছে। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরও বলেন, কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে ২৮ নম্বর আসনে ৪৬ টি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছে, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২২টি। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮ নম্বর আসনটি না পেলেও তৃণমূল ইতিমধ্যে ২২ টি আসনের মধ্যে ১৬ টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। ফলে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দখল করতে চলেছে। সুতরাং এবারে মালদা জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফল খুবই ভালো হতে চলেছে। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নবজোয়ার কর্মসূচির দারুন প্রভাব পড়েছে গ্রামবাংলায়। যার ফলে মানুষ দুইহাত তুলে তৃণমূলকে জয়ী করেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল দেখে আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে আশাবাদী যে মালদার ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৪৩ টি জেলা পরিষদের আসন দখল করবে তৃণমূল। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
19:07:2023

জুলাই থেকে পাঁচ শতাংশ 'বিশেষ সুবিধা' পাবেন সরকারি কর্মচারীরা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে চলতি বছরের পহেলা জুলাই থেকে সরকারি চাকরিজীবীরা মূল বেতনের পাঁচ শতাংশ করে অতিরিক্ত বেতন পাবেন। মঙ্গলবার 'বিশেষ সুবিধা' হিসেবে সরকারি চাকরিজীবীদের এই বাড়তি বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী, এই 'বিশেষ প্রণোদনা'র ফলে একজন কর্মচারীর মোট বেতন বাড়বে। কিন্তু কর্মচারীর মূল বেতন অর্থাৎ তার 'বেসিক স্যালারি' বাড়বে না, এর মানে হচ্ছে মূল বেতনের পাঁচ শতাংশ হারে পাওয়া বাড়তি অর্থ যোক বরাদ্দ হিসেবে পাবেন তিনি। পরবর্তী বছরগুলোতেও এই 'বিশেষ সুবিধা' প্রতি জুলাইতে পাঁচ শতাংশ হারেই পাবেন একজন কর্মচারী। অর্থমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহমান খান বিবিসিকে বলেছেন, বাতিল করার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। তবে, নতুন পে স্কেল বা বেতন কাঠামো ঘোষণা করার সময় সাধারণত এ ধরণের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়, বলেও জানান তিনি। বাংলাদেশে সর্বশেষ পে স্কেল ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। সাধারণত চার থেকে আট বছর পর পর নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়।

ক্রাইমিয়া সেতুতে 'সন্ত্রাসী হামলার' উপযুক্ত জবাব দেয়ার ঘোষণা ভ্লাদিমির পুতিনের

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ ক্রাইমিয়া সেতুর ওপর 'সন্ত্রাসী' আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার দখল করে নেয়া ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের সাথে সংযোগকারী একমাত্র সেতুটির ওপর সোমবারের ওই হামলায় দু'জন নিহত হয়েছে।

এ ঘটনায় ইউক্রেনকে দায়ী করেছে মস্কো কিন্তু কিয়েভ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোন দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি।

ইউক্রেনের একটি উপদ্বীপ ক্রাইমিয়াকে ২০১৪ সালে দখল করে সংযুক্ত করে নিয়েছিল রাশিয়া। এরপর ২০১৮ সালে রাশিয়া এবং ক্রাইমিয়ার মধ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সম্বলিত কার্চ সেতুটি তৈরি করা হয়।

রাশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেতুটির সাপোর্ট ব্যবস্থা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

এখনো ওই ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে অসমর্থিত খবরে বলা হচ্ছে সোমবার সকালে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

ইউক্রেনকে দায়ী করে রাশিয়ার কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, আনম্যানড সার্ফেস ভ্যাসেল (ইউএসবি) ড্রোন যা আকাশে নয়, বরং জলের ওপর দিয়ে চলে দিয়ে সেতুটির ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে।

কিন্তু এই দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ দেখতে পায়নি বিবিসি।

তবে ইউক্রেনের নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্র বিবিসি রাশিয়াকে জানিয়েছে, তারাই হামলা চালিয়েছে এবং জলেতে চলে, এমন ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় একটি টেলিভিশন ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে 'দায়িত্বহীন' এবং 'নিষ্ঠুর' হামলা চালানোর অভিযোগ এনেছেন।

ওই হামলায় সেতুর ওপরের সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে পাশেই যে রেললাইন রয়েছে, সেটির ক্ষতি হয়নি।

ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য এই সেতুটি রাশিয়ার বাহিনীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে টেলিভিশনে এসে উপপ্রধানমন্ত্রী মারাত খুসনুলিন বলেছেন, পহেলা নভেম্বরের মধ্যে সেতুটির মেরামত কাজ পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। আর পহেলা সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেতুর ওপরের সড়কের একদিকের চলাচল চালু হবে।

সোমবারের হামলার পর ক্রাইমিয়া থেকে বের হওয়ার অন্য সড়ক পথে ব্যাপক জ্যামের তৈরি হয় এবং অনেক রেল চলাচল বিলম্বিত হয়। সেতুর পাশাপাশি যে ফেরি চলাচল চালু রয়েছে, সেখানেও ব্যাপক জ্যামের তৈরি হয়।

ছুটি কাটাতে গিয়ে যারা ক্রাইমিয়ায় আটকে পড়েছে, তাদের ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলের অন্য যেসব এলাকা রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর দখলে রয়েছে, সেদিন থেকে ফেরার জন্য পরামর্শ দিয়েছে রাশিয়ার কর্মকর্তারা।

এজন্য কার্ফুর সময়সীমা কমিয়ে আনা হবে এবং সেনাবাহিনী পথঘাটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজ করবে।

ইউক্রেনের রাশিয়ার হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্রাইমিয়ায় বাণিজ্যিক বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

ক্রাইমিয়াতে রুশ প্রশাসনের প্রধান সের্গেই আকসিনভ টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, ক্রাইমিয়ার ব্রিজে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার দিক থেকে সেতুর যে ১৪৫তম সাপোর্ট সেখানে জরুরি ঘটনা ঘটেছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমি উপদ্বীপের বাসিন্দা ও অতিথিদের ক্রাইমিয়ার সেতু দিয়ে চলাচল করা থেকে বিরত থাকতে বলেছি। নিরাপত্তা জনিত কারণে তাদেরকে নতুন অঞ্চলের ভেতর দিয়ে অন্য রুট ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, বলছেন নাতালিয়া হুমেনিউক।

রাশিয়া গত বছর ইউক্রেনের কাছ থেকে যেসব এলাকা - খেরসন, জাপোরিশা, লুহান্সক এবং দনিয়েস্ক - দখল করে নিয়েছে সেসব অঞ্চলকে এভাবেই উল্লেখ করে থাকে।

বিবিসির রুশ বিভাগ বলছে সেতুর সমান্তরালে যে ফেরি চলাচল করতো সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বিবিসি নিউজের সাংবাদিক জন ইনউড বলছেন অবৈধভাবে ক্রাইমিয়া দখল করে নেওয়ার পর রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন এই কার্চ ব্রিজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ক্রাইমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার 'শারীরিক সংযোগ' স্থাপন। ক্রাইমিয়া রাশিয়ারই অংশ এটা বোঝাতে এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে।

নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুতিন নিজে এর উপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে যান।

জন ইনউড বলছেন মস্কো এই সেতুটিকে যতোটা ভালোবাসে কিয়েভ ঠিক ততোটাই এটাকে ঘৃণা করে।

তিনি বলেন গত বছরের অক্টোবর মাসে বিস্ফোরণে যখন সেতুর কিছু অংশ ধসে পড়ে তখন ইউক্রেনের ডাক বিভাগ এই ঘটনার স্মরণে কিছু ডাকটিকিটও প্রকাশ করেছিল।

ক্রাইমিয়ার সেতুতে এই বিস্ফোরণের ঘটনাকে ইউক্রেনের আনন্দের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য অসম্ভব, বলছেন ইউক্রেনের জেনারেল

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের শীর্ষ সামরিক অধিনায়কদের একজন বলছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের দ্রুত ফলাফল অর্জন করা কার্যত অসম্ভব। বিবিসির সাথে কথা বলার সময় জেনারেল অলেক্সান্ডার সিরস্কি বলেন, রণাঙ্গনে অগ্রগতি যতটা দ্রুত হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন তেমনটা ঘটেনি।

তবে তিনি জানান, ইউক্রেনীয় বাহিনী বাখমুত শহরকে ঘিরে রেখেছে, যেটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর গত মে মাসে রুশ সেনারা দখল করেছিল।

ওদিকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলছে, তারা ওডেসা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিশটিরও বেশি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

এসব ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

বিবিসি সংবাদদাতা জনাথান বিল পূর্ব ইউক্রেন থেকে জানাচ্ছেন, গত বছর ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় রুশ অভিযানের শুরুতে জেনারেল সিরস্কি রাজধানী কিয়েভ শহরের প্রতিরক্ষায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

গত গ্রীষ্মে খারকিভে ইউক্রেনের চমকদার এবং সফল পাল্টা আক্রমণের পেছনে তিনিই ছিলেন মূল পরিকল্পনাকারী।

এখন তিনি পূর্ব ইউক্রেনের সামরিক অভিযানের প্রধান হিসাবে নতুন পাল্টা অভিযানের তত্ত্বাবধান করছেন।

সৈন্য পরিদর্শন এবং যুদ্ধের দিকে নজর রাখতে তিনি যে কমান্ড যানটি ব্যবহার করেন, এক গোপন স্থানে সেই গাড়ির পাশে তিনি বিবিসি সংবাদদাতার সাথে দেখা করেন।

ঐ গাড়ির ওপরে একটি শক্তিশালী মেশিনগান বসানো। ভেতরে একটি বড় স্ক্রিন, শত শত ড্রোন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের একাধিক লাইভ ভিডিও ফিড সেখানে দেখানো হচ্ছে।

তবে জেনারেল সিরস্কি স্বীকার করেন যে পাল্টা আক্রমণ শুরু হওয়ার এক মাসেরও বেশি সময় পর একাধিক ফ্রন্টে ইউক্রেনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আক্রমণ অনেকের প্রত্যাশার চেয়ে ধীর গতিতে চলছে। আমরা খুব দ্রুত ফলাফল পেতে চাই, তিনি বলেন, কিন্তু বাস্তবে এটা কার্যত অসম্ভব।

এই জেনারেল জানান, পূর্বের রণাঙ্গনের এলাকাটি মাইন দিয়ে ভরা এবং সেখানে নানা ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সেখানে রুশদের অনেকগুলো শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে,সে কারণে আমরা যতটা চাই ততখানি দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে না।

তবে জেনারেল সিরস্কি মনে করেন, ইউক্রেনের এখনও একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের সামরিক নেতাদের মধ্যে ঐক্য এবং একে অপরের প্রতি আমাদের সৈন্যদের আস্থা, সেনাবাহিনীর জন্য শক্তিশালী একটি পয়েন্ট, বলেন তিনি।

এটি রাশিয়ার সামরিক শ্রেণিবিন্যাসের সম্পূর্ণ উল্টো।

রুশ বাহিনীতে এখন দৃশ্যত অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে এবং সিনিয়র অফিসারদের কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

জেনারেল সিরস্কি উদ্যম, দৃঢ়সংকল্প এবং ধূর্ততার জন্য তার আশেপাশের লোকদের কাছে বীর হিসেবে প্রশংসিত।

প্রতিদিন জিমে গিয়ে তিনি ব্যায়াম করেন। রাতে সাড়ে চার ঘণ্টার বেশি ঘুমান না।

পূর্ব ফ্রন্টে এই প্রথমবারের মতো ইউক্রেনীয় বাহিনীর লোকবল এখন রুশ বাহিনীর সমান - প্রায় এক লক্ষ ৬০ হাজার।

তবে ইউক্রেনের বাহিনীতে কামানের সংখ্যা রুশ আর্টিলারির চেয়ে কম।

এর মোকাবেলায় জেনারেল সিরস্কি নিশ্চিত করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো ক্লাস্টার বোমার চালান ইউক্রেনে এসে পৌঁছেছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলোর ব্যবহার শুরু হবে।

তবে মার্কিন হাউইটজার কামান, যেগুলো থেকে এসব ক্লাস্টার গোলা ছোঁড়া হবে, সেগুলি ইতোমধ্যেই বাখমুতের চারপাশে বসানো হয়েছে।

জেনারেল সিরস্কি বলছেন, শহরটি পুনরুদ্ধার শুধুমাত্র প্রতীকী মূল্যের চেয়ে বেশি কিছু হবে।

তিনি যুক্তি দেখান যে বাখমুত দখল কৌশলগতভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জায়গাটি ঐ অঞ্চলের অন্যান্য প্রধান শহরগুলির প্রবেশদ্বার হিসাবে বিবেচিত হয়।

জেনারেল সিরস্কির মন্তব্য,জনগণ আমাদের বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। ছোট হলেও তাদের একটি বিজয়ের প্রয়োজন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত যে নারীর প্রেমে পড়ে নেলসন ম্যান্ডেলার হৃদয় ভেঙেছিল

নয়াদিল্লী (এজেন্সী) ঃ নেলসন ম্যান্ডেলা একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, মেয়েরা যদি আমার দিকে তাকায় এবং আমার প্রতি আগ্রহ দেখায় তাহলে এটা আমার দোষ নয়। সত্যি কথা বলতে, আমি কখনোই এতে আপত্তি করব না। তিনবার বিয়ে করা নেলসন ম্যান্ডেলা বৃদ্ধ বয়সেও সারা বিশ্বের নারীদের আকর্ষণ করে গিয়েছেন।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কেন?

তবে এদের মধ্যে একজন নারী ছিলেন যিনি ম্যান্ডেলার বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই নারীর নাম আমিনা কাচালিয়া।

আমিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যখন তার বয়স মাত্র ২১ বছর, নেলসন ম্যান্ডেলা তার জন্মদিনের পার্টিতে এসেছিলেন এবং আমিনাও একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পোলসমুর জেলে গিয়েছিলেন।

ইউসুফ কাচালিয়া নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন আমিনা, যিনি ১৯৯৫ সালে মারা যান। সে সময় নেলসনের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী উইনির বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

আমিনার ছেলে ঘালেব কাচালিয়া বলেন, আমরা জানতাম যে ম্যান্ডেলা এবং আমার বাবামা খুব ভালো বন্ধু। ম্যান্ডেলা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন।

একবার ৯০-এর দশকে আমার মা আমাকে এবং আমার বোন কোকোকে এক কোণে নিয়ে যান। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে ম্যান্ডেলা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন। তখন নেলসন ম্যান্ডেলার বয়স ছিল ৮০ বছর এবং আমিনার বয়স ছিল ৬৮ বছর। আমি ঘালেবকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন তার মা এত বিখ্যাত ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন?

ঘালেবের উত্তর ছিল, আমার মা নেলসনকে খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি আমার বাবার স্মৃতি ভুলতেও প্রস্তুত ছিলেন না। আমার বাবা তার থেকে ১৫ বছরের বড় ছিলেন। সম্ভবত তার মৃত্যুর পরে তিনি চাননি আরেকজন বয়স্ক ব্যক্তি তার জীবনে আসুক।

বিখ্যাত সাংবাদিক সাঈদ নাকাভি বলেছেন যে, তিনি আমিনার সাথে প্রথম দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন যেদিন নেলসন ম্যান্ডেলা জেল থেকে মুক্তি পান।

এ সময় আমিনার স্বামী ইউসুফ জীবিত ছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যখন ডেসমন্ড টুটুর বাড়িতে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তিনি ম্যান্ডেলার পাশে আমিনাকে বসে থাকতে দেখেন।

নাকাভি বলেছেন, আমিনার দেখে মনে হয়েছিল যে সে নিশ্চয়ই কোন এক সময়ে খুব সুন্দরী, আকর্ষণীয়, মনকাড়া ও চঞ্চলা ছিলেন। তার চলাফেরা ছিল গজগামিনীর মতো। বিহারের নায়িকার মধ্যে যা দেখা যায় তার মধ্যে সবই ছিল। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে কাজ করেছিলেন। তিনি ম্যান্ডেলার বন্ধু ছিলেন এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরও ম্যান্ডেলার সমান ছিল।

মজার বিষয় হল, ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের সদস্য কিথ মিলারও আমিনার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন।

তখন তার বিয়ে হয়নি। মিলার তখন বিশ্বের বিখ্যাত অলরাউন্ডার ছিলেন।

সাঈদ নাকাভি বলেছেন, তাদের দুজনেরই একটি পার্টিতে দেখা হয়েছিল। এরপরে, মিলার আমিনাকে দিনরাত ফোন করতে শুরু করেন। মজার বিষয় হল যে, মিলার ফোন করতে পারলেও আমিনার সাথে কখনও দেখা করতে আসতে পারেননি, কারণ তিনি শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় বসবাস করতেন।

এবং আমিনা ভারতীয় অধ্যুষিত এলাকায় থাকতেন। আমিনার স্বামী ইউসুফ ভাই খুব হেসে হেসে এই গল্প বলতেন যে বর্ণবাদ আমাদের অনেক সাহায্য করেছে, না হলে এই কিথ মিলার এসে আমিনার সাথে দেখা করত। সাঈদ নাকাভির সামনে আমিনা এবং নেলসন ম্যান্ডেলার বেশ কয়েক দফা দেখা হয়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে নেলসন দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পর আমিনার স্বামী ইউসুফ মারা যান।

সাঈদ বলেছেন, আমিনা আমাকে ম্যান্ডেলার বাংলোতে নিয়ে যান। আমাদের গাড়ি চালকও আমাদের সাথে ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল অ্যালিস। তিনি ম্যান্ডেলাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তার আত্মজীবনী 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' বইয়ে তার স্ত্রীর জন্য অটোগ্রাফ দেন। স্বাক্ষর করার পর ম্যান্ডেলা আমিনাকে বলেছিলেন।

তোমার মনে আছে অনেক বছর আগে আমি অ্যালিস নামের একটি মেয়ের সাথে দেখা করতাম এবং নানা ধরণের রেস্তোরাঁয় যেতাম।

তারপর দুজনে তাদের অতীত প্রেমের সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন। আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করলাম এবং পিছিয়ে পড়লাম। আমি বুঝতে পারলাম যে তাদের সম্পর্কের একটা অন্তরঙ্গ দিক ছিল যা বিশ্ববাসী জানতো না।

কিছুক্ষণ পর ম্যান্ডেলা আমিনার হাত ধরে তার বাংলোর ভিতরে নিয়ে যান। ততক্ষণে আমরা তার উঠোনে গল্প করছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমেনা এলেন। ততক্ষণে আমরা আমাদের ক্যামেরা ইত্যাদি গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।

আমিনাকে বললাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি। সন্ধ্যায় দেখা হবে। আমিনা বললেন, সন্ধ্যার পর দেখা করতে পারব না,কারণ সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই থাকব। এ থেকে আমি ধারণা পাই যে এই দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে।

এর পর বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, সাঈদ নাকাভি যখন আমিনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে তিনি ম্যান্ডেলার বাসায় আছেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে তারা অন্য কোথাও গেছেন।

সাঈদ নাকাভি বলেছেন, সেই থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে কিথ মিলার যা করতে পারেননি নেলসন ম্যান্ডেলা তা করে দেখিয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে সবাই জানতে পারলেন যে ম্যান্ডেলা তাকে বিয়ে করার জন্য মনস্থির করতে শুরু করেছেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা এবং উইনির বিয়ে হয় ১৯৫৮ সালে। কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সময় কারাগারে থাকার কারণে পারিবারিক জীবনের সুখ উপভোগ করতে পারেননি তারা।

আমিনা কাচালিয়া পরে একটি সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ম্যান্ডেলাকে নিয়ে তার মনে সবচেয়ে মধুর স্মৃতি ছিল যে, তিনি একবার প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার বাড়িতে এসেছিলেন।

আমিনা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমি যখন তার জন্য সমোসা ভাজছিলাম তখন তিনি আমার রান্নাঘরে আমার পিছনে একটি টুলের উপর বসে ছিলেন।

আমিনা তার আত্মজীবনী ভ্যান হোপ অ্যান্ড হিস্ট্রি রাইমএ লিখেছেন, গ্রেস মিশেলের সাথে তৃতীয় বিয়ের পর ম্যান্ডেলা একবার আমার জোহানসবার্গের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে আমার প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন।

আমি তার বিরোধিতা করে বলেছিলাম যে আপনার মাত্র বিয়ে হয়েছে। আমি স্বাধীন কিন্তু আপনি স্বাধীন নও। এতে ম্যান্ডেলা বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েন এবং আমি আপনার জন্য মাছ রান্না করেছি, এই কথা বারবার বলার পরও তিনি দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যান।

আমিনা তার আত্মজীবনীতে আরও লিখেছেন, ম্যান্ডেলার মধ্যে রোমান্স বলে কিছু ছিল না। সম্ভবত কয়েক বছর জেলে থাকার কারণে তিনি এই অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি তার অনুভূতির কথা কোন ভণিতা বা ভূমিকা ছাড়াই প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমি তার প্রণয় প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারিনি। আমি তাকে অবশ্যই পছন্দ করতাম, কিন্তু সেভাবে নয়, যতোটা আমি আমার প্রয়াত স্বামীকে আমি আমার বৃদ্ধ বয়সেও চাইতাম।

ম্যান্ডেলা ২০০৪ সালে ৮৫ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ততোদিন পর্যন্ত তিনি তার বাকি জীবন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং শান্তিতে কাটাতে চেয়েছেন। সাঈদ নাকাভি বলেছেন যে, আমিনা যা কিছু লিখেছেন বা তার ছেলে ঘালেব যা বলেছেন, তা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারাও চাননি ম্যান্ডেলা এবং আমিনার মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হোক। নাকাভি বলেছেন, একে আপনি এমনভাবে নিন যে, নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদ থেকে মুক্তির নায়ক ছিলেন, তিনিও আফ্রিকার স্বাধীনতারও নায়ক। তিনি উইনি ম্যান্ডেলার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর যদি একজন ভারতীয় নারীকে বিয়ে করতেন তাহলে আফ্রিকান সমাজে তার ব্যাপারে একটি ভুল বার্তা চলে যেত। তবে ম্যান্ডেলার হৃদয়ে বা মনে এমন কিছু ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০১০ সালের বিশ্বকাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ম্যান্ডেলা। সেই সময়, ম্যান্ডেলা তার প্রপৌত্রের মৃত্যুর শোকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হারাতে বিরোধী দলগুলো এবার ব্যাঙ্গালোরে
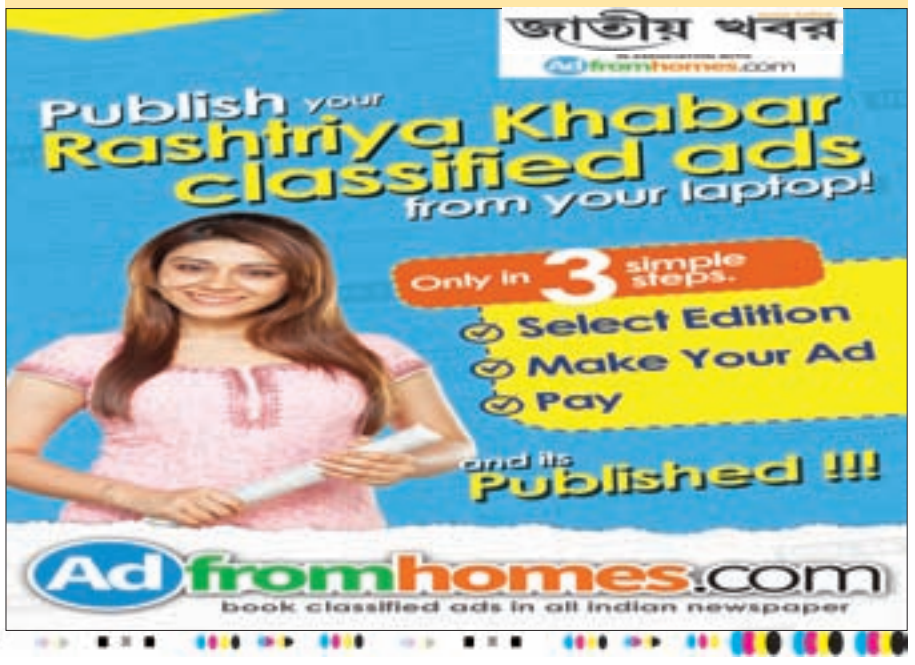
ব্যাঙ্গালোর (এজেন্সী) ঃ ভারতে আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গড়ে তুলতে দেশের অনেকগুলো বিরোধী দল ব্যাঙ্গালোরে তাদের দ্বিতীয় রাউন্ডের 'ব্রেইনস্টর্মিং সেসন' বা 'মাথা ঘামানো' শুরু করেছে। এর আগে গত মাসের ২৩ তারিখ বিহারের রাজধানী পাটনাতে জেডি(ইউ) দলের নেতা ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ডাকে বিরোধী দলগুলো তাদের প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরে বিরোধী শিবিরের দু'দিনব্যাপী এই বৈঠক তারই পরবর্তী পদক্ষেপ, তবে এবারের বৈঠকের মূল আহ্বায়ক দল হল কংগ্রেস। রবিবার থেকেই বিরোধী নেতানেত্রীরা ব্যাঙ্গালোরে জড়ো হতে শুরু করেছেন। সোমবার রাতে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার দেওয়া নৈশভোজের মধ্যে দিয়েই ঘরোয়াভাবে তাদের আলোচনা শুরু হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সাবেক প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধীও ওই নৈশভোজে উপস্থিত থাকবেন এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করবেন। মঙ্গলবার এই বৈঠকে যোগ দেওয়া মোট ২৬টি দল আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসবে - যেখানে প্রস্তাবিত বিরোধী জোটের রূপরেখা এবং বিরোধী শিবিরের নির্বাচনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। রাজনৈতিক সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে, বৈঠকে যোগদানকারী দলগুলো যে সব নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্নে একমত, সেগুলোকে সংকলিত করে একটি 'কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম' বা 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী' তৈরি করার লক্ষ্যেও ব্যাঙ্গালোরে আলোচনা হবে। এই বিরোধী জোটের কী নতুন নামকরণ করা যতে পারে, সেটাও আলোচ্যসূচীতে থাকছে। এর আগে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে ইউপিএ জোট ছিল, সেই নাম যে আর থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। সোমবার বৈঠকের প্রথম দিনেই সিনিয়র কংগ্রেস নেতা কে সি ভেনুগোপাল জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত এই বিরোধী জোটের প্রধান লক্ষ্য হবে নরেন্দ্র মোদীর শাসনে দেশের যে প্রতিষ্ঠানগুলো নজিরবিহীন আক্রমণের মুখে পড়েছে সেগুলোকে এবং নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে রক্ষা করা। পাটনায় গত মাসের বৈঠকে মোট ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। এবারে সেটা বেড়ে ২৬ হচ্ছে বলে কংগ্রেস নেতারা সকালে ব্যাঙ্গালোরে ঘোষণা করেছেন। তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছোটবড় মিলিয়ে মোটামুটিভাবে দুই ডজনের মতো দলকে ব্যাঙ্গালোরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই দলগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক. বিভিন্ন রাজ্যে যে সব দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা আছে আর দুই. কোনও রাজ্যেই যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত নেই - বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। প্রথম ক্যাটেগরিতে পড়ছে ১৬টির মতো দল, যার মধ্যে উল্লেখ্য তামিলনাড়ুর ডিএমকে, বিহারের জেডি (ইউ) ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল, মহারাষ্ট্রের এনসিপি (শারদ পাওয়ার) ও শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী), পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ও সিপিআই, ঝাড়খন্ডের জেএমএম বা কেরালার মুসলিম লীগ প্রভৃতি।